মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০২১ ঈসায়ী
শা'বান-রামাযান ১৪৪২ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৭-২৮ বাংলা

মসজিদ জামে' আসর হাসসানিল বলকিয়াহ - ব্রুনাই

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব	৪র্থ বর্ষ	১ম সংখ্যা
এপ্রিল		২০২১ ঈসায়ী
শা'বান - রামাযান		১৪৪২ হিজরী
চৈত্র - বৈশাখ		১৪২৭-২৮ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুন নূর বিন আবদুল জব্বার

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ ইব্রাহীম আবদুল হালীম মাদানী
শাইখ আবদুন নুর বিন আবু সাঈদ মাদানী
শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪

সম্পাদক	: ০১৭১৬১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক	: ০১৯১৬-৭০০৮৬৬
সার্কুলেশন বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
	০১৭৮৮-৪০২৯৮৮
বিকাশ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল

tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd

মূল্য : ২০/- [বিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক
রেজি নং ডি.এ. ১৪২

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٥٠٦٠٥٤٠
المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس التحرير : العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، المشرف العام للمجلة (مؤقتا) : السيد محمد روح الأمين، رئيس التحرير : الأستاذ الدكتور أحمد الله ترياشي ، مساعد التحرير : الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩০০/-	১৫০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

- **দারসুল কুরআন** (মাহে রামাযানের সম্মান ও মর্যাদা).....০৩
  শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী
- **দারসুল হাদীস** (সিয়ামের গুরুত্ব ও ফযীলত).....০৬
  শাইখ মো: ঈসা মিঞা
- **সম্পাদকীয়** (বছর ঘুরে আবার এলো মাহে রামাযান, সু-স্বাগত আহলান, সাহলান)..... ১১

প্রবন্ধ :

- **সূরা ফাতিহা: তাফসীর, ফযীলত, রহস্য ও একশ'টি মাসআলা**.....১২
  অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
- **সিয়াম ও রামাযান প্রসঙ্গ**..... ১৫
  ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
- **একমাত্র আল্লাহর ইবাদত: তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ**.....১৮
  মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান
- **বিদ'আত পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**.....২২
  শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক
- **হাদীস সঙ্কলনের ইতিকথা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**.....২৫
  আমিনুল ইসলাম

শুব্বান পাতা

- **সিয়ামের প্রস্তুতি ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা**.....২৭
  মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস
- **ইসলামে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব** ৩৪
  ইউসুফ নিজামী
- **সামাজিক ক্ষেত্রে সূরা হুজরাত**.....৪০
  আ: রহমান
- **কবিতার সমাহার**.....৪৫
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল**.....৪৭

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

মাহে রামাযানের সম্মান ও মর্যাদা

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী*

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

আয়াতের অনুবাদ: রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাসে উপস্থিত হবে, সে যেন এতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং কঠিন করতে চান না। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছেন, তার জন্য আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। [১]

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : দারসে গৃহিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রামাযান মাসে কুরআনুল কারীম নাযিল করে এ মাসের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان»

অর্থ: ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সহীফা রামাযানের প্রথম রাতে, তাওরাত রামাযানের ৬ তারিখে, ইঞ্জিল ১৩ তারিখে এবং কুরআনুল কারীম ২৪ তারিখের দিবাগত রাতে অবতীর্ণ হয়। [২]

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

আমি কুরআন নাযিল করেছি কদরের রাতে। [৩]

আল্লাহ আরো বলেছেন : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে। [৪]

অর্থাৎ, কুরআনুল কারীম একই সাথে প্রথম আকাশের উপরে রামাযান মাসের কদরের রাতে অবতীর্ণ হয় এবং ঐ রাতকেই বরকতময় রাত বলা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী : هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ- কুরআনের মর্যাদার বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, এটি হচ্ছে বিশ্ব মানবের জন্য পথ-প্রদর্শক এবং এতে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী রয়েছে। এটি সত্য-মিথ্যা এবং হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্যকারীও বটে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ- আয়াতের এই অংশ সাব্যস্ত করে দিচ্ছে যে, রামাযান মাসে যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে অবস্থান করবে, মুসাফির হবে না এবং সুস্থ-সবল থাকবে, পীড়িত হবে না, তাকে অবশ্যই সিয়াম পালন করতে হবে। পূর্বে সিয়াম পালন না করার অনুমতি ছিল, কিন্তু আয়াতের এই অংশ অবতরণের পর আর অনুমতি রইল না। তবে রুগ্ন ব্যক্তি ও মুসাফিরের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি বহাল রয়েছে। এদের জন্য বলা হয়েছে যে, এরা এই সময় সিয়াম পালন না করে পরে আদা করে নিবে।

আল্লাহর বাণী : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ। এরূপ অবস্থায় সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণা করেছেন দীনের বিষয়াদি সহজ করে দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে কষ্ট হতে হিফাযত করেছেন।

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ-তোমাদেরকে হিদায়াত করার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর। অর্থাৎ সালাত এবং অন্যান্য ইবাদতের পর তাঁকে স্মরণ কর।

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।

[১] সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৫

[২] আহমাদ- ৪/১০৭

[৩] সূরা কদর আয়াত: ১

[৪] সূরা দুখান আয়াত: ৩

যেমন আল্লাহ বলেন : فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের হজ্জের কার্যাদি সম্পন্ন কর তখন যেরূপ তোমারা তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে তদ্রুপ আল্লাহকে স্মরণ কর, বরং তার চেয়েও বেশি করে স্মরণ কর।[৫] এ মর্মে আল্লাহ আরো বলেন :

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৬]
এ ব্যাপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ () وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾

এবং সূর্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার পূর্বে তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ কর এবং রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ কর এবং সালাতের পরেও।[৭]

এ জন্যই রাসূল ﷺ-এর অনুসৃত পন্থা হলো, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আল্লাহ তাআলার হাম্দ, তাসবীহ এবং তাকবীর পাঠ করা। ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ» আমরা রাসূল ﷺ-এর সালাতের সমাপ্তি শুধুমাত্র তাঁর "আল্লাহু আকবার" ধ্বনির মাধ্যমে জানতে পারতাম।[৮]

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন করে তাঁর ফরয কাজগুলো আদায় করে, তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাদি হতে বিরত থেকে এবং তাঁর সীমারেখার সংরক্ষণ করে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।[৯]
لَيْلَةُ الْقَدْرِ বা কদরের রজনীকে (যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম) আল্লাহ তাআলা মাহে রামাযানের মধ্যে ধার্য করে দিয়ে নিঃসন্দেহে এই মাসের মর্যাদাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। لَيْلَةُ الْقَدْرِ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ () لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ তোমাকে কিসে জানাবে যে, লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।[১০]

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, রাসূল ﷺ বলেছেন :

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের প্রত্যাশায় লাইলাতুল কদর পালন করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১১]

রামাযান মাসের মর্যাদার অন্যতম বিষয়সমূহের মধ্যে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে, এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়।

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন :

﴿إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ﴾

যখন রামাযান মাসের প্রথম রাত আগমন করে তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, এর একটি দরজাও খোলা হয় না। আর জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এর একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। এ সময় একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলেন, হে পূণ্যের অন্বেষণকারী! সামনে অগ্রসর হও। আর হে মন্দের অন্বেষণকারী! থেমে যাও। মহান আল্লাহ এ পবিত্র মাসে অনেককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। আর এটা প্রতিরাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।[১২]

রামাযান মাস কেন্দ্রীক এমন অনেক আমল আছে, যেগুলোর ফযীলত অপরিসীম। সেসব আমল সম্বলিত

[৫] *সূরা বাকারা আয়াত: ২০০*
[৬] *সূরা জুমুআ আয়াত: ১০*
[৭] *সূরা কাফ আয়াত: ৩৯-৪০*
[৮] *সহীহ বুখারী হা: ৮৪২*
[৯] *আল মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীব তাফসীর ইবনু কাসীর-১৩১, ১৩২, ও ১৩৩ পৃ:দ্র:*
[১০] *সূরা কদর আয়াত: ২-৩*
[১১] *সহীহ বুখারী হা: ১৯০১*
[১২] *জামে' আত-তিরমিযী হা: ৬৮২*

হাদীসগুলোও এ মাসের সম্মান ও মর্যাদা অনেকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। যার কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলোঃ

١ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন আর রামাযান মাসে যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরো অধিক দানশীল হয়ে যেতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম রামাযানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন।[১৩]

٢- عن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ.

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রামাযান মাসের প্রতিটি দিবস ও রজনীতে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন এবং মুসলিম ব্যক্তির প্রতিটি দু'আ (যা সে রামাযান মাসে করে থাকে) কবুল করা হয়।[১৪]

٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟» قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ - زَوْجِهَا - حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا، قَالَ: «فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي.

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বললেন, যাকে উম্মু সিনান বলা হয়, তুমি কেন আমাদের সাথে হজ্জ করতে যাওনি? তিনি বললেন, আমাদের পানি বহনকারী দুটি মাত্র উট রয়েছে। একটিতে আমার ছেলের বাবা (আমার স্বামী) ও তাঁর ছেলে হজ্জ করতে গিয়েছেন, অন্যটি পানি বহনের জন্য আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেন, রামাযান মাস এলে তুমি উমরা করবে। কেননা এ মাসের উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য। সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রামাযান মাসের উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য। অথবা বলেছেন, আমার সাথে একটি হজ্জের সমতুল্য (সওয়াবের হিসাবে)।[১৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রামাযান মাসে রোযা রাখবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১৬]

দারসের শিক্ষা:

১. রামাযান মাস সবচেয়ে সম্মানিত মাস।
২. এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।
৩. لَيْلَةُ الْقَدْرِ এ মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
৪. এ মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।
৫. এ মাসে প্রতি রাতে জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে প্রতি রাতে সাক্ষাত করতেন।
৬. এ মাসে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দেয়া হয়।
৭. রামাযান মাসে সবচেয়ে বেশি দু'আ কবুল করা হয়।
৮. রামাযান মাসের ওমরায় হজ্জের সমান সওয়াব হয়।
৯. রামাযান মাসের সিয়াম পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়।

আসুন! আমরা পবিত্রতম মাস রামাযানে সিয়াম সাধনার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত, দান-খয়রাত ও অন্যান্য নেক আমল বেশি করার চেষ্ট করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন আমীন ॥ ❑❑

[১৩] *সহীহ বুখারী হা : ৬*
[১৪] *মুসনাদে বায্যার হা : ৩১৪১, মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১৭২১৫*
[১৫] *সহীহ বুখারী হা : ১৭৮২, সহীহ মুসলিম হা : ১২৫৬, মুসনাদে আহমদ হা : ২০২৫*
[১৬] *সহীহ বুখারী হা : ১৯১০ও সহীহ মুসলিম হা : ১৮১৭*

দারুসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

সিয়ামের গুরুত্ব ও ফযীলত

মোঃ ঈসা মিঞা *

عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يقول جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» . قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»

হাদীসের অনুবাদ : তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক নাজদবাসী আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এলো। তার মাথার চুল ছিল এলো-মেলো। তার কথার মৃদু আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু সে কী বলছিল, তা বুঝা যাচ্ছিল না। সে নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন: দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (আদায় করতে হবে)। সে বললো আমার উপর এছাড়া আরো কোন সালাত আছে কী? তিনি বললেন: না; তবে নফল (সালাত) আদায় করতে পার। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন: আর রামাযানের সিয়াম। সে বললো: আমার উপর এছাড়া আরো কোনো সাওম আছে কী? তিনি বললেন: না, তবে নফল সিয়াম আদায় করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন: আল্লাহর রাসূল ﷺ তার নিকট যাকাতের কথাও উল্লেখ করলেন। সে বললো: আমার উপর এছাড়া আরো কিছু আছে কী? তিনি বললেন: না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, সে এই কথা বলতে বলতে চলে গেল, আল্লাহর শপথ, আমি এর চেয়ে বেশেও করবো না এবং কমও করবো না। (একথা শুনে) রাসূল ﷺ বললেন: সে কৃতকার্য হবে যদি সত্য বলে থাকে। [১৭]

রাবী পরিচিতি : তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনু আমর ইবনু কা'ব ইবনু সা'দ ইবনু তাইম ইবনু মুররাহ ইবনু কা'ব ইবনু লুয়াই ইবনু গালিব আল কুরাশী আত-তাইমী। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্তর্ভুক্ত সাহাবী। তার মা হলেন আল-আ'লা ইবনু হাযরামীর বোন হিজরতকারিণী মহিলাদের একজন মহিলা সাহাবী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও নাবী ﷺ তাকে গণীমতের অংশ প্রদান করেন এবং সাওয়াবের অংশীদার বলে ঘোষণা করেন। তিনি উহুদ এবং পরবর্তী যুদ্ধসমূহে নাবী ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হলেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন এদিন তো পুরাটাই তালহার। কেননা উহুদের যুদ্ধে যখন নাবী ﷺ সাহাবীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তখন যারা তাঁর পাশে থেকে মুশরিকদের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কাইস ইবনু আবী হাযিম বলেন: আমি তাঁর একটি হাত অকেজা দেখতে পেয়েছি। ঐ হাত দিয়ে তিনি নাবী ﷺ-কে শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মক্কায় অবস্থানকালে নাবী ﷺ তাঁর সাথে এবং যুবাইর ইবনুল আওয়ামের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন এবং মাদীনায় আগমণের পর তাঁর সাথে আবূ আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

তিনি নাবী ﷺ, আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

* মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১৭] সহীহ বুখারী হা: ৪৬, ১৮৯১, ২৬৭৮, ৬৯৫৬, সহীহ মুসলিম হা: ৪৫৮, ২০৯০, ৫০২৮, মুয়াত্তা মালিক হা: ৪৮৫ মুসনাদ আহমাদ হা: ১৩৯০

তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন তাঁর সন্তানগণ মুহাম্মাদ, মুসা, ইয়াহইয়া, ইমরান, ঈসা, ইসহাক এবং আয়িশা ও তার ভাতিজা আব্দুর রহমান ইবনু উসমান, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ, কাইস ইবনু আবী হাযিম, মালিক ইবনু আওস, আবূ উসমান আন নাহদী, মালেক ইবনু আবী আমের প্রমুখ সাহাবীগণ। তিনি ৩৬ হিজরী সালে উষ্ট্রির যুদ্ধে শহীদ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬০ মতান্তরে ৬৩ বৎসর।

হাদীসের ব্যখ্যা : **رجل من أهل نجد** কারো কারো মতে লোকটি ছিল যিমাম ইবনু সা'লাবা। তবে এ ব্যপারে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। **ثائر الرأس** মাথার চুল এলোমেলো। এ থেকে বুঝা যায় তিনি সবেমাত্র সফর করে এসেছেন। সফর শেষে পরিপাটি হননি।

دوى صوته তার আওয়াজের গুঞ্জরণ। যে কথার আওয়াজ শোনা যায় কিন্তু অর্থ বুঝ যায় না। এর কারণ হতে পারে যে, দূর থেকে কথা বলছিলেন, তাই কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু অর্থ বুঝা যাচ্ছিল না। অথবা কথা বলছিল অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাই শুধু আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল কিন্তু তার কথা বুঝা যাচ্ছিল না।

فإذا هو يسأل عن الإسلام ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তিনি ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে চাচ্ছিলেন। অথবা তিনি ইসলামের প্রকৃতি অর্থাৎ আসলে ইসলাম কী তা জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু নাবী ﷺ তাকে ইসলামের বিধানগুলো উল্লেখ করছিলেন, তার কারণ তিনি জানতেন যে, 'শাহাদাতাইন্ন অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাত সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। অথবা তিনি জানতেন যে, লোকটি ইসলামের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। তাই তিনি করণীয় কী তাই উল্লেখ করলেন। এখানে হাজ্জের কথা উল্লেখ না করার কারণ এ হতে পারে যে, তখনো হজ্জ ফরয হয়নি। অথবা বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করেছেন। এ কথার সমর্থন মিলে লিখক অর্থাৎ, ইমাম বুখারী কিতাবুল হজ্জে উল্লেখ করেছেন যে, নাবী ﷺ তাকে ইসলামের বিধানাবলী অবহিত করলেন। আর বিধানাবলী বলতে ফরয ও সুন্নাত সবই বুঝায়।

خمس صلوات পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অন্য বর্ণনায় আছে যে, লোকটি রাসূল ﷺ-কে বললেন: **أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة** আপনি আমাকে অবহিত করুন যে, আমার উপর আল্লাহ তা'আলা সালাতের মধ্যে কী ফরয করেছেন। ফলে নাবী ﷺ বললেন **خمس صلوات** পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন।

এ থেকে জানা গেল যে, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের অধিক কোন ওয়াজিব সালাত নেই। যারা বলেন যে, বিতরের সালাত, দুই ঈদের সালাত এবং ফজরের ফরযের পূর্বের দুই রাকআত সালাত ওয়াজিব তা গ্রহণযোগ্য নয়।

هل علي غيرها আমার উপর কি এছাড়া আরও কোন সালাত ওয়াজিব? রাসূল ﷺ বললেন: না। তবে তুমি নফল আদায় করতে পার। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাদে তোমার ওপর আর কোন সালাত আবশ্যক নয়। তবে ইচ্ছা করলে নফল সালাত আদায় করতে পারো। এ থেকে জানা গেল যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাদে যত সালাত আছে সবই **تطوع** অর্থাৎ নফল। তাকে আমরা সুন্নাত মুয়াক্কাদা বা সুন্নাত গাইর মুয়াক্কাদা যে নামেই অভিহিত করি না কেন তা মূলত নফল সালাত।

আর নফল ইবাদত তাকে বলা হয়, যে ইবাদত করলে সাওয়াব অর্জিত হয়, কিন্তু তা না করলে কোন গুনাহ হয় না। তাই বলে নফল সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করে তা অবহেলা করা উচিৎ নয়। কেননা কিয়ামত দিবসে ফরয সালাতে ঘাটতি দেখা দিলে নফল সালাত দ্বারা সে ঘাটতি পূরণ করা হবে। যেমনটি হাদীসে এসেছে-

عن أنس بن حكيم الضبي قال : قال لى أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

আনাস ইবনু হাকিম আয্যব্বী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন: তুমি যখন তোমার এলাকার লোকদের নিকট যাবে তখন তুমি তাদের অবহিত করবে যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামাত দিবসে মুসলিম ব্যক্তিকে সর্ব প্রথম

যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হ'ল ফরয সালাত। যদি তা সে পূর্ণ করে থাকে তবে তো ভালো। নচেৎ বলা হবে, তোমরা দেখ তার কোনো নফল সালাত আছে কি? যদি তার নফল সালাত থেকে থাকে তাহলে তার নফল সালাত দিয়েই তার ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর সকল ফরয আমলের বিষয়ই অনুরূপ করা হবে। [১৮]

অতএব নফল সালাতকে কোনভাবেই গুরুত্বহীন মনে করা যাবে না। বরং যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতে হবে।

وصيام رمضان রামাযান মাসের সিয়াম। অর্থাৎ রামাযান মাসের সিয়াম আদায় করতে হবে।

সিয়ামের শাব্দিক অর্থ হলো কোন কিছু থেকে বিরত থাকা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়: সুবহে সাদেক হতে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান, আহার, স্ত্রী সংগমসহ সকল প্রকার সিয়াম ভঙ্গকারী কার্যাবলী হতে সিয়ামের নিয়্যাতে বিরত থাকাকেই সিয়াম বলা হয়।

রামাযান মাসের সিয়ামের হুকুম : রামাযান মাসের সিয়াম পালন করাকে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের ওপর ফরয করেছেন এবং ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে একটি রুকন হিসাবে তা গণ্য করেছেন। কেউ যদি সিয়াম পালন করাকে ফরয মনে না করে তাহলে উম্মাতে মুসলিমার ইজমা অনুযায়ী সে কাফের। সে ইসলাম হতে বিচ্যুত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। [১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

রামাযান এমন এক মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য। এতে রয়েছে হেদায়াতের সুস্পষ্ট দলীল। আর তা হল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব যে ব্যক্তি রামাযান মাসে উপনীত হবে সে যেন ঐ মাসের সিয়াম পালন করে। [২০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا.

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি–

(১) এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত আর কোন মা'বূদ নেই এবং এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

(২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা এবং (৫) বায়তুল্লাহর হজ্জ সম্পাদন করা। যাদের তাতে যাওয়ার সামর্থ আছে।[২১]

রামাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত; তিনি বলেছেন: ঈমান সহকারে সাওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদরে কিয়াম করে (নফল সালাত আদায় করে) তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হয়। ঈমান সহকারে সাওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি রামাযান মাসের সিয়াম পালন করে তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হয়। [২২]

[১৮] *সহীহ ইবনু মাজাহ হা: ১৪২৫, আবূ দাউদ হা: ৮৬৪, তিরমিযী হা: ৪১৩, নাসাঈ হা: ৪৬৫*
[১৯] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৩*
[২০] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৫*
[২১] *সহীহ বুখারী হা: ৮, সহীহ মুসলিম হা: ১৬*
[২২] *সহীহ বুখারী হা: ১৯০১, সহীহ মসলিম হা: ৭৬০*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমুআহ হতে আরেক জুমুআহ এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান এর মধ্যবর্তী সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা যদি কবিরা গুনাহ বর্জন করা হয়।[২৩]

সিয়ামের প্রকারভেদ :

সিয়াম দুই প্রকার : ওয়াজিব এবং নফল। ওয়াজিব সিয়াম তিন প্রকার– (১) রামাযান মাসের সিয়াম (২) কাফ্ফারার সিয়াম (৩) মানতের সিয়াম।

সিয়াম ফরয হওয়ার শর্তাবলী :

(১) ইসলাম গ্রহণ করা (২) বালেগ হওয়া (৩) পাগল না হওয়া (৪) সুস্থ থাকা (৫) বাড়ীতে অবস্থান করা তথা মুকীম হওয়া। (৬) নারীদের হায়েয নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

যা দ্বারা রামাযান মাস শুরু সাব্যস্ত হয়:

(১) নিজ চোখে রামাযান মাসের চাঁদ দেখতে পারা। (২) অন্য সৎ মুসলিমের রামাযান মাসের চাঁদ অবলোকন করা (৩) যে অঞ্চলে বসবাস করে সে অঞ্চলের কোন মুসলিম ব্যক্তির রামাযানের চাঁদ দেখার সংবাদ প্রদান করা।

কেননা নাবী ﷺ বলেছেন : «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، যখন তোমরা চাঁদ দেখতে পাবে তখন থেকে সিয়াম পালন শুরু করবে।[২৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَرَائِي النَّاسُ الْهِلَالَ،» فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ "

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে রামাযান মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে নাবী ﷺ সিয়াম পালন শুরু করলেন এবং লোকদেরকে সিয়াম পালনের আদেশ দিলেন।[২৫]

যদি নিজে চাঁদ দেখতে না পায় এবং কোন সৎ মুসলিম চাঁদ দেখার সংবাদ না দেয় তাহলে শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে। নাবী ﷺ বলেন:

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»

তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করবে এবং চাঁদ দেখেই সিয়াম পালন শেষ করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না যায় তবে শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে।[২৬]

ওয়াজিব সিয়াম যেমন রামাযানের সিয়াম, কাফফারার সিয়াম ও মানতের সিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বেই নিয়্যাত করতে হবে, কেননা নাবী ﷺ বলেছেন:

«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»

যে ব্যক্তি রাত থাকতেই সিয়ামের নিয়্যাত করলো না তার সিয়াম নেই।[২৭]

মাসের শুরুতেই পূর্ণ মাসের জন্য নিয়্যাত করাই যথেষ্ট। তবে প্রতি দিনের জন্য নিয়্যাত করা উত্তম।

যেসব উযরের কারণে রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ করা যায়:

(১) অসুস্থতা (২) অতি বৃদ্ধ হওয়া (৩) সফরে থাকা (৪) হায়েজ ও নেফাস হওয়া (৫) গর্ভবতী হওয়া (৬) ছোট শিশুকে দুগ্ধ প্রদান করা।

যেসব কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়:

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া ও পান করা। ভুলবশতঃ খেলে বা পান করলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না। নাবী ﷺ বলেন:

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»

---

[২৩] *সহীহ মুসলিম হা: ২৩৩*
[২৪] *সহীহ বুখারী হা: ১৯০০, সহীহ মুসলিম হা: ১০৮০*
[২৫] *আবূ দাউদ হা: ২৩৪২*
[২৬] *সহীহ বুখারী হা: ১৯০৯*
[২৭] *তিরমিযী হা: ৭৩৩, ইবনু মাজাহ হা: ১৭০০*

সিয়াম পালনরত অবস্থায় কেউ ভুলবশতঃ খেলে অথবা পান করলে সে যেন তার সিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন অথবা পান করিয়েছেন।[২৮]

(২) ফজরের পর হতে সূর্য্য ডোবার সময়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করা।

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয় না।

«مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»

যার অনিচ্ছাকৃত বমি হল তার উপর কাযা নেই, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলো সে যেন তা কাযা করে।[২৯]

(৪) হায়েয ও নেফাস শুরু হলে।

(৫) ইফতারের নিয়্যাত করলে। ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইফতারের নিয়্যাত করলে সাওম ভেঙে যাবে, যদিও কিছু পানাহার না করে।

(৬) মুরতাদ হয়ে গেলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

যদি তুমি শিরক কর তাহলে তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে।[৩০]

لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ আমি এর চেয়ে বেশিও করবো না এবং কমও করব না। অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাকে যেসব কাজ করতে বললেন আমি তাই করবো ফরয ও নফল সালাত আদায় করবো ফরয ও নফল সিয়াম পালন করবো। ফরয যাকাত আদায় করব নফল দান-খয়রাত করবো। আমি নিজ থেকে বাড়িয়ে এমন কিছু করব না যে কাজের অনুমতি রাসূল ﷺ দেননি।

«أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» লোকটি কথায় সত্যবাদী হলে সে কৃতকার্য হবে। অর্থাৎ, সে যদি ইসলামের মধ্যে বিদআতের অনুপ্রবেশ না ঘটিয়ে ফরয ও নফল আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[২৮] *সহীহ বুখারী হা: ১৯৩৩*
[২৯] *আবূ দাউদ হা: ২৩৮০ তিরমিযী হা: ৭২০, ইবনু মাজাহ হা: ১৬৭৬*
[৩০] *সূরা যুমার আয়াত: ৬৫*

হাদীসের শিক্ষা:

(১) আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের স্বীকৃতি দেয়ার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো সালাত।

(২) ফরয সালাত ব্যতীত অন্যসব সালাতই নফল, তাকে যে নামেই নামকরণ করা হোক।

(৩) রামাযান মাসের সিয়াম পালন করা ইসলামের একটি রুকন। তা অস্বীকারকারী কাফের। পক্ষান্তরে তা আদায়কারীর জন্য রয়েছে অফুরন্ত সাওয়াব।

(৪) যাকাত ইসলামের অন্যতম একটি রোকন।

(৫) নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তাকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। ফরয যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তার ঈমান থাকবে না।

বর্তমান সময়ে টাকার হিসাবে ৫০ হাজার টাকা জমা হলেই নিসাবের মালিক বলে গণ্য হবে এক বছরকাল ঐ টাকা তার নিকট জমা থাকলে শতকরা আড়াই টাকা করে যাকাত দিতে হবে।

(৬) ফরযের ঘাটতি নফল ইবাদত দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ❑❑

এজেন্ট- গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"
প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩০০/- (তিনশত টাকা) প্রেরণসহ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৭৮৮৪০২৯৮৮
০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে আবার এলো মাহে রামাযান, সু-স্বাগত আহলান, সাহলান

الافتتاحية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

হাজারো কল্যাণ আর মুক্তির সওগাত নিয়ে বছর ঘুরে আবারো আমাদের অতি নিকটে চলে এসেছে মোবারক মাহে রামাযান। মুমিন হৃদয় তাই আনন্দ হিল্লোলে বিমোহিত, রবের সান্নিধ্য লাভের উন্মাদনায় শিহরিত, জান্নাত লাভের বাসনায় আনন্দিত, উদ্বেলিত রামাযানের পূণ্যলাভের আকাঙ্খায়। প্রকৃত অর্থেই রামাযান মাস একজন মুসলিম বান্দার জন্য আল্লাহর নেয়ামত ও করুণা লাভের এক মহাকল্যাণকর মওসুম। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস, জান্নাত লাভের মাস, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস, তাকওয়া অর্জনের মাস। সালাফদের মতে, রজব মাস হলো বাতাসের ন্যায়, শাবান মাস হলো মেঘের ন্যায় এবং রামাযান হলো বৃষ্টির ন্যায় অর্থাৎ অবারিত রহমতের বারিধারা বহমানের মাস রামাযান, অফুরন্ত কল্যাণের মাস রামাযান। কারো কারো মতে, রজব মাস হলো বীজ বপনের মাস, শাবান মাস হলো জমিতে সেচ প্রদানের মাস, আর রামাযান হলো ফসল উঠানোর মাস। রাসূল ﷺ সুসংবাদ শুনিয়েছেন- "যিনি সিয়াম পালন করবেন ঈমান আর পূণ্য লাভের আশায়, ক্ষমা করে দেয়া হবে তার পূর্বের সব অপরাধ"। শাবানের শেষ প্রহরে এসে আমরা এ দু'আ করছি- 'দয়াময় আমাদেরকে সুস্থ্যভাবে রামাযানের কল্যাণ লাভের তাওফীক দাও'। বাস্তবিকই রামাযান পাওয়া একজন মুমিন বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া। এ সুযোগ লাভ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতে যাওয়ার তাওফীক অর্জন করা।

অপরদিকে হতভাগাদের একজন, 'যে রামাযান পেয়েও নিজের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারলো না'। রামাযানের আগমনে আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তর্জুমানুল হাদীস-এর পাঠকদের প্রতি। এ সংখ্যা হাতে পৌঁছার পরপরই হয়তো শুরু হয়ে যাবে রামাযান মাস। এ মাসের বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য তাই প্রতিটি মুসলিমের থাকা চাই একটি পরিকল্পনা। নিজেকে সব ধরনের সাংসারিক, বৈষয়িক, ব্যবসায়িক ঝামেলা থেকে মুক্ত করে রামাযানের ইবাদতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কুরআন তিলাওয়াত, রামাযানে সময়মত সালাত আদায়, রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং সাধ্যমতো দান সাদাকাহ ও কল্যাণকর কাজ করা। পাশাপাশি মানুষের কল্যাণে এবং মানবতার কল্যাণে যতটুকু সম্ভব ত্যাগের মহিমায় নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় পার্বণে দ্রব্যের মূল্যহ্রাস দিয়ে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, আর আমরা রামাযানে সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে অর্থ উপার্জনে বিবেকহীন অন্ধ হয়ে যাই, যা বড়ই লজ্জা ও আফসোসের বিষয়।

রামাযানের শুভাগমনের এই ক্ষণে সম্মানিত দীনী ভাই-বোনদের নিকট আরজ, আমরা যেন প্রত্যেকে রামাযানের অফুরন্ত কল্যাণের জন্য একটি ইবাদতের প্ল্যান করে প্রতিটি মুহূর্তকে নেক আমলে কাটাতে পারি তার ব্যবস্থা করা। আপনারা জানেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস একটি বিশুদ্ধ দীনী দাওয়াতী সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে বছরব্যাপী সারাদেশে দাওয়াতী কাজ পরিচালিত হয়। লেখনি, বক্তৃতা, আলোচনা এবং আমাদের দা'ঈ ও মুবাল্লিগদের মাধ্যমে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দাওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জমঈয়তের মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস নিয়মিতভাবে কুরআন সুন্নাহর প্রচার করে চলছে। রামাযানে দীনের দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে ইফতার মাহফিল, আলোচনা সভা, কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম বিগত দিনের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ। অতীতে আপনারা যেভাবে প্রতিটি দাওয়াতী কমসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছেন এবারও আমরা আশা করব সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন। তবে বিশ্বব্যাপী করোনার ভয়াবহ বিস্তারের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরে অনুমতি সাপেক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। সেই সাথে আর্থিক সহযোগিতার জন্য যেভাবে বিগত দিনে আপনারা হস্ত প্রসারিত করেছেন এবারও ইনশা আল্লাহ সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রামাযানের পরিপূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভের তাওফীক দিন। আমীন ❑❑

সূরা আল-ফাতিহা : তাফসীর, ফযীলত, রহস্য ও একশ'টি মাসআলা

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক*

[২৩ তম কিস্তি]

الحمد لله رب العالمين

পানি মহান আল্লাহর অমূল্য এক নেয়ামত। পানির অপর নাম জীবন।

পবিত্র কোরআনের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে মহান আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা। এ নিয়ামতরাজি তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে। তিনি যে রব্বুল আলামীন, তিনি যে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এটা বোঝা যায় তার নিয়ামতরাজির মাধ্যমে।

আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামত দান করেছেন তা সীমাহীন। এমন অনেক নিয়ামতও রয়েছে, যেগুলোর খবর মানুষ জানেই না। কত লক্ষ-কোটি নিয়ামতের মাঝে আমরা ডুবে আছি তার খবরও আমরা রাখি না।

এমনি এক বিশাল নেয়ামত হচ্ছে বিশুদ্ধ, তৃপ্তিদায়ক ও প্রাণরক্ষাকারী পানি। মানুষ যখন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যায় তখন বুঝা যায় এ পানির কী কদর। রাজা-বাদশাগণ তার সাম্রাজ্য ত্যাগ করতেও রাজী আছেন এক গ্লাস পানির বিনিময়ে।

মানুষের শরীরের দুই তৃতীয়াংশ পানি বিদ্যমান। বাস্তবতা হল, পানি জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। পানি ছাড়া জীবনের কল্পনাই করা যায় না। মনে রাখতে হবে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। পানির মাধ্যমেই মৃত জমিন সবুজ-শ্যামল হয়। বাগ-বাগিচায় ফল-ফুল আসে। পানির মাধ্যমে মানুষ পবিত্রতা অর্জন করে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ময়লা দূর করে। পানি না থাকলে সমগ্র পৃথিবীটা বিরান হয়ে যেত।

পানি মহান আল্লাহর অমূল্য তোহফা। আল্লাহ প্রদত্ত রহমত। পবিত্র কোরআনে একে রহমত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন।

* *সিনিয়র কর্মকর্তা- রাজকীয় সৌদী দূতাবাস, ঢাকা।*

আর জান্নাতে সুমিষ্ট পানির নহরের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জান্নাতবাসীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। আর এই সুমিষ্ট পানির সামান্য একটা অংশ নরকবাসীগণ জান্নাতবাসীগণের নিকট ভিক্ষা চাইবে, কিন্তু তাদেরকে তা দেয়া হবে না। বরং তাঁরা বলবেন, এ সুমিষ্ট পানি মহান আল্লাহ কাফিরগণের উপর হারাম করে দিয়েছেন।[১] অন্যদিকে তাদের পান করানো হবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি। যাতে তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।[২] মহান আল্লাহ জান্নাতীদের সুমিষ্ট পানির ও জাহান্নামীদের উত্তপ্ত পানির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَار مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَٰلِدٌ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُم

মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার মধ্যে স্বচ্ছ ও নির্মল পানির নহর বইতে থাকবে। আর এমন সব দুধের নহর বইতে থাকবে যার স্বাদে সামান্য কোন পরিবর্তন বা বিকৃতিও আসবে না, শরাবের এমন নহর বইতে থাকবে পানকারীদের জন্য যা হবে অতীব সুস্বাদু এবং বইতে থাকবে স্বচ্ছ মধুর নহর। এছাড়াও তাদের জন্য সেখানে থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা। যে ব্যক্তি এ জান্নাত লাভ করবে সেকি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে, যে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, যাদের এমন গরম পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে।[৩]

পানি মহান আল্লাহর এক অমূল্য নেয়ামত। সূরা আরাফের ৫০ নম্বর আয়াতে পানিকে জান্নাতবাসীর জন্য নেয়ামত এবং জাহান্নামিদের জন্য শাস্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়াদারির জীবনেও পানি এমন এক অপরিহার্য জিনিস, যা ছাড়া জীবনধারণের কথা কল্পনা করাও কঠিন। পানি ইবাদতেরও অন্যতম অনুষঙ্গ। আল্লাহর ইবাদতের জন্য বান্দাকে পবিত্রতা

[১] *সূরা আ'রাফ আয়াত: ৫০*
[২] *সূরা মুহাম্মাদ আয়াত: ১৫*
[৩] *সূরা মুহাম্মাদ আয়াত: ১৫*

অর্জন করতে হয়। পবিত্রতা অর্জনে পানির ব্যবহার সুবিদিত। মানব জীবনেই শুধু নয়, পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পানির অবদান অনস্বীকার্য। দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে পানির বিশিষ্ট ভূমিকা থাকায় পবিত্র কোরআনে পানিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং ৪৬টি স্থানে পানি প্রসঙ্গ এসেছে।

পানি জীবনের উৎস। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করা হয়েছে :

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾

আর আমি প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? [৪]

পানির সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সম্পর্কের কথা প্রকাশ পেয়েছে পবিত্র কোরআনের আরও কয়েকটি আয়াতে। ইরশাদ করা হয়েছে-

﴿وَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾

তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এ পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ করো।

﴿يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।[৫]

পানিকে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য নিয়ামাত হিসেবে দান করেছেন। কেননা পৃথিবীর সকল প্রাণের উৎস পানি এবং সবাই পানির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা পানিকে শুধুমাত্র মানুষের পান করার চাহিদা মিটানোর জন্যই তৈরি করেননি। পানিকে করেছেন সৃষ্টির বিভিন্ন কাজের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ১৯৯২ইং সালে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক অধিবেশনে একটি বিশেষ দিনকে সুস্বাদু পানি দিবস হিসেবে পালন করার কথা সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৯৩ সালের ২২ মার্চকে প্রথম আন্তর্জাতিক পানি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকেই প্রতি বছর সুস্বাদু পানির ওপর এক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ২২ মার্চ আন্তর্জাতিক পানি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। গবেষণায় দেখা যায়...পৃথিবীর শতকরা ৭১% পানি হিসেবে থাকলেও এর মাত্র ৩% খাবার যোগ্য। যার বেশিরভাগই এন্টার্কটিকা ও গ্রীনল্যান্ডে বরফ হিসেবে জমা আছে অথবা মাটির নীচে। পৃথিবীর মোট পানির মাত্র ০.০১ শতাংশ মানুষের ব্যবহারোপযোগী। তাও আবার পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে। আধুনিক বিশ্বে যখন বিজ্ঞানের জয়জয়কার সেখানে প্রায় ১৫০ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য নাই নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, তাই প্রতি বছর শুধু নিরাপদ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। এই পানি ছাড়া পৃথিবীতে কোনো শস্য, কোন ফলমূল উৎপন্ন হতো না। আল্লাহ বলেন, 'যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।'[৬] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মতো, অতঃপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করে থাকি। অতপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।'[৭] **পিপাসা নিবারণে :** আল্লাহ মানুষের পিপাসা নিবারণের জন্য সুস্বাদু পানির ব্যবস্থা করেছেন। যা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾

[৪] *সূরা আম্বিয়া আয়াত: ৩০*
[৫] *সূরা নাহাল আয়াত: ১০-১১*
[৬] *সূরা বাকারা আয়াত: ২২*
[৭] *সূরা মুমিনুন আয়াত: ১৮-১৯*

তোমরা যে পানি পান কর সে ব্যপারে ভেবে দেখেছো কি?

﴿أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾

বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে তোমরা কি তা বর্ষণ কর, না আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী?

﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾

আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?'[৮]

মহান আল্লাহ সূরা আল-মুলক-এ এই বিশাল নেয়ামত স্মরণ করিয়ে বলেনঃ

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾

বলুন (হে রাসূল সঃ) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে চলে যায়, তাহলে তোমাদেরকে বহমান স্রোতধারার পানি কে এনে দেবে'?

পানি পবিত্র বিধায় অন্যকেও পবিত্র করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি।'[৯]

পানি সাধারণত নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী যতক্ষণ না তাতে অপবিত্র কিছুর মিশ্রণ ঘটে। সাধারণ পানি বলতে এমন পানি বুঝায় যার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ এবং রঙ স্বাভাবিক। যেমন- সমুদ্রের পানি, নদী নালার পানি, ঝরনা, কুয়া, ফোয়ারা ও বৃষ্টির পানি। এ সবই পবিত্র।

এ পানির বিধান হল, এই পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্রকারী।

পবিত্র কুরআন পাকের মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾

"যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা।"[১০] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

"এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি।"[১১]

হাদিসে আছে : নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো সমুদ্রের পানি সম্পর্কে, তিনি বললেন "সমুদ্রের পানি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা যায়।" ও তার মৃত প্রাণীও হালাল।[১২]

পানির সদ্ব্যবহার মুমিনদের জন্য অবশ্য পালনীয়। এমনকি অজু করার সময়ও যাতে পানির অপচয় না হয়, সেদিকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। সুনানে ইবনে মাজাহর হাদিসে বলা হয়েছে : 'সাহাবি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন বসে অজু করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পানির ব্যবহার দেখে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত অপচয় কেন? সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, অজুর মধ্যে কি অপচয় হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এমনকি নদীর পাশে বসেও অজু করার সময় (পানি অযথা খরচ করলে অপচয় হিসেবে গোনাহ হবে)। আল্লাহ আমাদের পানির সদ্ব্যবহারের তাওফিক দান করুন। **(চলবে ইনশা আল্লাহ)**

রাসূল (ﷺ) এর বাণী:

"তোমাদের মধ্যে রোজার দিনে যেন কেউ অশ্লীল ভাষায় কথা না বলে, এবং চেঁচামেচি না করে, যদি রোজাদারকে কেউ গালি দেয় কিংবা ঝগড়া-ঝাটি করে, সে যেন তার প্রতি উত্তরে বলে আমি রোজা রেখেছি।"

(সহীহ বুখারী হা: ১৮০৫, সহীহ মুসলিম হা: ১১৫১)

[৮] *সূরা ওয়াকিয়া আয়াত: ৬৮-৭০*
[৯] *সূরা ফুরকান আয়াত: ৪৮*
[১০] *সূরা আনফাল আয়াত: ১১*
[১১] *সূরা ফুরকান আয়াত: ৪৮*
[১২] *তিরমিযী খন্ড ১ হা: ৬৯ (ইফা)*

সিয়াম ও রামাযান প্রসঙ্গ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী*

রামাযান মাসের সিয়াম হল ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ, যা ধনী-গরীব সকলের উপর ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ، أَيَّامَ الْمَعْدُوْدَاتٍ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমী হতে পারো। আর সে (ফরযের) দিনগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ রামাযান মাস।"[১৩]

অন্যত্র বলেন :

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম রাখে, আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে।"[১৪]

তাই প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও মুকিম মুসলিম নর-নারীকে ফরয সিয়াম রাখতেই হবে।

নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১৫] সিয়ামের জন্য সাহারী খেতে হয়, কেননা তাতে বরকত রয়েছে।[১৬] সাহারী খেয়ে ফরয সিয়ামের জন্য ফজর হওয়ার পূর্বে অবশ্যই নিয়্যাত করতে হবে।[১৭] নিয়্যাতের জন্য কোন বানানো শব্দের গৎবাঁধা উচ্চারণ সহীহ হাদীসে নেই। তাই তা বিদ'আত, বরং অন্তরে সংকল্প ও ইচ্ছা করাই নিয়্যাতের জন্য যথেষ্ট।

আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে যথাসময়ে ইফতার করতে হবে। নাবী ﷺ বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা সময় হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।[১৮] অন্যত্র বলেন : দেরী করে ইফতার করা ইয়াহূদীদের কাজ। তিনি ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় রামাযানের তারাবীহ সালাত আদায় করে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১৯]

তাকওয়া অর্জন ও প্রশিক্ষণের মাস রামাযান :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُتِبَ ... উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রামাযানের সিয়াম পালনে যে উপকারিতা রয়েছে তার একটা দিক তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ যদি তোমরা সিয়াম পালন কর তাহলে সংযমী হতে পারবে, মুত্তাকী বা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারবে। আর তাকওয়া এমন একটি গুণ যার ফলে উভয় জগতেই রয়েছে সফলতা। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে মুত্তাকীদের ইহকালীন সফলতা বর্ণনা করেছেন, যেমন সূরা বাকারার শুরুর দিকে বলেন ঃ

﴿أُوْلَـٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"তারাই (মুত্তাকিগণই) স্বীয় রবের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম"।[২০]

আবার পরকালের ক্ষেত্রে বলেন ঃ

﴿مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾

মুত্তাকিদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য হল: (জান্নাতের) তলদেশে প্রবাহিত নহরসমূহ, যার খাদ্যসামগ্রী ও শান্তি-ছায়া হবে চিরস্থায়ী, এরূপই হল মুত্তাকিদের শুভ পরিণতি, আর কাফিরদের শেষ পরিণতি হল জাহান্নাম।[২১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا﴾

** অধ্যক্ষ, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার ঢাকা।*

১৩ সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৩ ও ১৮৪

১৪ সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৫

১৫ সহীহ বুখারী হা: ১৯০১

১৬ সহীহ বুখারী হা: ১৯২৩ ও সহীহ মুসলিম হা: ১০৯৫, বুলূগুল মারাম হা: ৬৬০

১৭ আবূ দাঊদ হা: ২৪৫৪, তিরমিযী হা: ৭৩০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু হিব্বান, বুলূগুল মারাম হা: ৬৫৬

১৮ সহীহ বুখারী হা: ১৯৫৭, সহীহ মুসলিম হা: ১০৯৮

১৯ সহীহ বুখারী হা: ২০০৯

২০ সূরা বাকারা আয়াত: ৫

২১ সূরা রা'আদ আয়াত: ৩৫

"সেই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী বানাবো আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকি তাদেরকে।"[২২]

অতএব রামাযান মাসের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যারা তাকওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে তাদের জন্যই সু-সংবাদ, তারাই সফলকাম। "তাকওয়া" কাকে বলে এর বিস্তারিত ব্যখ্যা এখানে আলোচনা সম্ভব নয়, তবে "তাকওয়ার" ব্যখ্যা যেরূপই দেয়া হোক না কেন এর মূলে হলো দুটি বিষয়। প্রথমঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ﷺ নির্দেশ পালন করা এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ﷺ নিষেধসমূহ হতে বিরত থাকা। এর নামই হল তাকওয়া। কোন বিশেষ বেশ-ভূষণ বা ভাব ভঙ্গিমার নাম তাকওয়া নয়, বরং তাকওয়া হল নির্ধারিত দুটি বিষয় অবলম্বনের নাম। একটি গ্রহণ অপরটি বর্জন, আর এটাই তাকওয়ার অন্তর্নিহিত রূপ।

অতএব রামাযান এমন একটি মাস, যে মাসেই সম্ভব হয় আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ﷺ নির্দেশ পালনে অগ্রগামী হওয়া এবং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ﷺ নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকা। সৎকর্ম পালন ও অসৎকর্ম বর্জনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার বিশেষ সুযোগ এ মাসেই। হে আল্লাহ! সমগ্র মুসলিম জাতিকে দীনহীনতা বর্জন করে এ পবিত্র ও বরকতময় রামাযান মাসে দীনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পূর্ণভাবে তাকওয়া অর্জন করে দীনের প্রতি ফিরে আসার তাওফীক দান করুন, আমীন।

কুরআন নাযিলের মাস রামাযান: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"রামাযান মাস, যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে মানব জাতির পথপ্রদর্শক হেদায়াতের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং (হক ও বাতিলের) প্রভেদকারী আল কুরআন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন সিয়াম রাখে, আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির সে অন্য সময় এ সিয়াম রাখবে। তোমাদের পক্ষে যা সহজ আল্লাহ তাই চান এবং তোমাদের পক্ষে যা কষ্টকর তা তিনি চান না। আর তোমরা যেন নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে আল্লাহ যে হেদায়াত দান করেছেন সে জন্য আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর এবং যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।[২৩]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ .... রামাযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন ...। আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ করেন কুরআনুল কারীম। সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সর্বপ্রথম রামাযান মাসে কদরের রাতে প্রথম আসমানে সম্পূর্ণ কুরআন একত্রে নাযিল হয়, অতঃপর প্রথম আসমান হতে দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে রাসূল ﷺ এর কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয়। কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ, অতএব মানুষ হেদায়াত পেতে চাইলে বছরের বার মাসই কুরআন তিলাওয়াত, শিক্ষা-গবেষণা ইত্যাদি কুরআনী চর্চা নারী পুরুষ সকলেরই অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ যার মাধ্যমে আমি হেদায়াত পাব তাকেই যদি ভুলে যাই তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে রামাযান মাস হলো কুরআন চর্চার অন্যতম মাস, নাবী ﷺ নিজেও এ মাসে তুলনামূলক বেশি কুরআন চর্চা করতেন, আমাদেরও সে পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

আসুন আমরা যেন কুরআন নাযিলের মাসে বেশি বেশি কুরআনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার প্রয়াস চালাই। কুরআন ও রামাযানের সাথে সম্পর্ক গভীর করে আখিরাতের কঠিন দিনে কুরআন ও রামাযানের সুপরিশ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনে চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

অপরাধ মোচনের সুবর্ণ সুযোগ রামাযান:

আল্লাহ তা'আলার বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

[২২] *সূরা মারইয়াম আয়াত: ৬৩*

[২৩] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৫*

وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর; একান্ত বিশুদ্ধ তাওবা, যাতে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অপরাধগুলোকে মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নাবী এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অপদস্ত করবেন না। তাদের নূর তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে ধাবিত হবে, তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[২৪]

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... হে ঈমানদারেরা আল্লাহর কাছে একান্ত বিশুদ্ধ তাওবা কর। এ আয়াত ব্যতীত আরো বহু আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের তাওবা করার নির্দেশ দেন। অতএব তাওবা মুমিনের জন্য একটি অপরিহার্য কাজ। অপর পক্ষে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর অতি নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। এজন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয় বান্দা হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ প্রত্যহ অসংখ্যবার তাওবা করতেন এবং মানব সমাজকে তাওবা করার নির্দেশ দিতেন, সহীহ মুসলিম-এর হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন,

ياأيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة.

"হে মানব সকল, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা আমি প্রত্যহ একশতবার করে তাওবা করি।"[২৫] আমাদের পিতা সর্বপ্রথম মানব আদম আলাইহিস সালাম কৃত অপরাধের জন্য তাওবা করে পুণরায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন।

তাওবাতুন নাসূহা বা একান্ত বিশুদ্ধ তাওবার ব্যখ্যায় ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উবাই বিন কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপরাধ হতে এমনভাবে ফিরে আসা এবং পুণরায় ঐ অপরাধে লিপ্ত না হওয়া যেমন স্তন হতে দুধ বের হওয়ার পর দুধ পুণরায় স্তনে ফিরে যায় না।[২৬] এ আলোকে বলা হয় যে তাওবা নাসূহা বা একান্ত বিশুদ্ধ তাওবার শর্ত চারটি: (ক) কৃত অপরাধ হতে সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসা (খ) অতীতে ঘটে যাওয়া অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হওয়া, (গ) ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করা এবং (ঘ) মানুষের অধিকার হরণ করে থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা। এসব শর্তের আলোকে তাওবা করলে তাকেই বলা হয় তাওবা নাসূহা। তাওবা নাসূহার প্রতিদান হল:

عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ..... বিশুদ্ধ তাওবার জন্য আল্লাহ নিশ্চিতভাবে দুটি প্রতিদান দিবেন (ক) যে অপরাধের জন্য তাওবা করবে সে অপরাধগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। (খ) অতঃপর নিরপরাধ হিসাবে আল্লাহ তাকে তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন। এসব হল সে দিনের কথা যেদিন অপরাধি মুনাফিক কপট ও বে-ঈমানেরা গভীর অন্ধকারে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং নাবী ও ঈমানদারদের আল্লাহ বিপর্যস্ত করবেন না, তাঁদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে নূর চমকাতে থাকবে। তারা আরো বলতে থাকবে আমাদের নূরকে সম্পূর্ণ করে দিন এবং অপরাধ ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

সুপ্রিয় দীনী ভাই-বোনেরা! পবিত্র রামাযান মাস মুমিনদের জন্য বিশুদ্ধ তাওবা করে জীবনের সকল অপরাধ ক্ষমা করে নেয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ, শুধু তাই নয় বরং ক্ষমার পূর্বে রামাযান বিদায় নিলে তার মত হতভাগা আর কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفرله.

"ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, অর্থাৎ ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হোক যে ব্যক্তির কাছে রামাযান মাস এসেছে কিন্তু স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করে নেয়ার পূর্বেই রামাযান বিদায় নিয়েছে।[২৭]

অতএব, আসুন আমরা হতভাগা না হয়ে রামাযানে যাবতীয় কল্যাণে অগ্রগামী হয়ে এবং কৃত অপরাধ মোচন করে নিয়ে সৌভাগ্যবান হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন। ❑❑

[২৪] *সূরা তাহরীম আয়াত: ৮*
[২৫] *সহীহ মুসলিম*
[২৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর*
[২৭] *তিরমিযী হা. ৩৫৪৫- হাসান*

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত : তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান*

✸ আয়েশা হতে বর্ণিত হাদীসে নবী যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন–

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অলসতা, বার্ধক্য, গুনাহ, ঋণ, কবরের ফিতনা, কবরের আজাব, জাহান্নামের ফিতনা, জাহান্নামের আজাব, প্রাচুর্যের ফিতনা হতে আশ্রয় চাই এবং আশ্রয় চাই অভাবের ফিতনা হতে ও আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফিতনা হতে।[২৮]

✸ আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত হাদীসে নবী যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন–

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব, ঘাটতি, অপমান হতে আশ্রয় চাই এবং আমি জুলুম করা হতে বা জুলুমের শিকার হওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।[২৯]

✸ আনাস হতে বর্ণিত হাদীসে নবী যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন–

(اللّٰهُمَّ إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة، والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق، والشقاق، والنفاق والسمعة، والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون، والجذام، والبرص، وسيئ الأسقام.

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই– অপারগতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, বার্ধক্য, নিষ্ঠুরতা, উদাসীনতা, পরিবার বড়জনিত অভাব-অনটন, অপমান-অপদস্থি ও বশ্যতা হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই, দরিদ্রতা, কুফুরী, ফাসেকী, হকের বিরোধিতা করা, মোনাফেকী, আমল প্রচার করা, আমলের রিয়া– বা দেখানো হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই– বধিরতা, নির্বাকতা, পাগল হয়ে যাওয়া, অঙ্গহানি হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও অত্যধিক দুর্বল চিরস্থায়ী রোগী হওয়া থেকে।[৩০]

✸ আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত হাদীসে নবী যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন–

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এমন ক্ষুধা হতে আশ্রয় চাই যা শরীরের আরামকে নষ্ট করে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই খেয়ানত হতে যা খারাপ ও গোপনীয়তা।[৩১]

✸ আয়েশা হতে বর্ণিত হাদীসে নবী যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন–

اللّٰهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার অসন্তুষ্টি হতে ও তোমার ক্ষমার অসীলায় তোমার শাস্তি

* *লেখক: দাঈ, গারবু দিরা দাওয়া সেন্টার, সৌদি আরব ও সহ-সভাপতি, প্রবাসী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[২৮] *সহীহ বুখারী-মুসলিম*

[২৯] *আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ– সহীহ*

[৩০] *হাকেম– সহীহ*

[৩১] *আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-হাসান*

হতে আশ্রয় চাই। তোমার নিকট তোমার গুণগান করে শেষ করতে আমি পারি না যেমনভাবে তুমি তোমার নিজের জন্য গুণগান বর্ণনা করেছ।[৩২]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

হে আল্লাহ! আমি তোমার বড়ত্বের অসীলায় ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার বিপদ হতে আশ্রয় চাই।[৩৩]

✸ আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামতের দিন সঙ্কীর্ণ অবস্থা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত আছে–كان يَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

তিনি কিয়ামতের দিন সঙ্কীর্ণ অবস্থান হতে আশ্রয় চাইতেন।[৩৪]

✸ আল্লাহর নিকট খারাপ আয়ু ও বক্ষের খারাপী হতে আশ্রয় তলব করুন। যেমন হাদীসে এসেছে–

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঁচ বিষয় হতে ক্ষমা চাইতেন,

كَانَ النَّبِيُّ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ. তাতে উল্লেখ রয়েছে–

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ.

আমি তোমার নিকট বয়সের অনিষ্ঠতা হতে এবং বক্ষের অনিষ্ঠতা হতে আশ্রয় চাই।[৩৫]

✸ কৃপণতা হতে আল্লাহর আশ্রয় চান, যেমন হাদীসে আছে–كَانﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ الشُّحِّ

তিনি কৃপণতা হতে আশ্রয় চাইতেন।[৩৬]

✸ যৌন খারাপী ও অন্তরের খারাপী হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান, যেমন শাকল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেন–

(قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ.

বল, আমি তোমার নিকট শ্রবণের অনিষ্ঠতা, দৃষ্টির অনিষ্ঠতা, জবানের অনিষ্ঠতা, অন্তরের অনিষ্ঠতা এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ঠতা হতে আশ্রয় চাই।[৩৭]

✸ সর্বাপেক্ষা বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া হতে আল্লাহর আশ্রয় চান। সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দোয়ায় বলতেন–اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কৃপণতা হতে। তাতে রয়েছে–

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই যেন আমি বার্ধক্যের চরমসীমায় উপনীত না হই এবং আমি আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে।[৩৮]

✸ সৃষ্টির মধ্যে সকল কিছুর অনিষ্ঠ হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করুন। যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশ্রয় চেয়েছেন–

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ঠতা হতে আশ্রয় চাই।[৩৯]

✸ আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন, তখন বলবেন, যেরূপ আব্দুল্লাহ ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, বলতেন–

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত মুখমণ্ডল তাঁর চিরন্তন রাজত্বের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাই।[৪০]

১০। আল্লাহর নিকট কল্যাণ লাভ করা ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা–

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ

---

[৩২] *সহীহ মুসলিম*
[৩৩] *নাসায়ী, ইবনে মাজাহ– সহীহ*
[৩৪] *নাসায়ী– সহীহ*
[৩৫] *নাসায়ী– সহীহ*
[৩৬] *নাসায়ী– সহীহ*
[৩৭] *সানাসী– সহীহ*
[৩৮] *নাসায়ী– সহীহ*
[৩৯] *সহীহ মুসলিম*
[৪০] *আবূ দাউদ– সহীহ*

مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন, 'আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব যারা পর পর আসবে।[৪১]

ইবাদতটির ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ–

১। আপনার উপর যদি কোন চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট আসে, তবে ইবনে মাসঊদের বর্ণনায় যা বর্ণিত হয়েছে তা আপনার বলা উচিত–

নবী ﷺ যখন কোন চিন্তা-ভাবনায় পতিত হতেন তখন বলতেন–

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

অর্থাৎ হে চিরঞ্জীব, হে সর্ব সত্ত্বার তত্ত্বাবধায়ক! তোমার রহমতের অসীলায় আমি ফরিয়াদ করি।[৪২]

২। যদি আপনি বৃষ্টির জন্য ফরিয়াদ করেন, তবে আপনার জন্য সুন্নাত হলো, আপনি বলবেন যা আনাস رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসে এসেছে। নবী ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য হস্তদ্বয় ওঠাতেন তারপর (তিন বার) বলতেন–

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا.

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ কর।[৪৩]

৩। যদি আপনার মাধ্যমে ফরিয়াদ করা হয় যা আপনার সামর্থ্যের বাইরে, তবে তাই বলুন, যা হাদীসে বর্ণিত–

أن منافقاً كان يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث رسول الله ﷺ من هذا المنافق فقال ﷺ - "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.

অর্থাৎ একজন মোনাফেক মু'মিনদেরকে কষ্ট দিত, তখন তাঁদের কতিপয় বললেন, চলো উঠো, আমাদেরকে নিয়ে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এই মোনাফেক হতে (বাঁচার জন্য) ফরিয়াদ করব। নবী ﷺ বলেন– নিশ্চয়ই আমার নিকট ফরিয়াদ করা যায় না বরং আল্লাহর নিকটেই ফরিয়াদ করতে হয়।[৪৪]

৪। তবে বান্দা যে বিষয়ে সামর্থ্য রাখে তার ফরিয়াদ বান্দার নিকট করা যায়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾

অর্থাৎ তখন তার দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো।[৪৫]

৫। হে মুসলিম ভাই! অভাবী ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করুন।

আবূ মূসা رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত একটি করে সাদকা করা। তারা বলল; যদি না পারে। তিনি বলেন, তবে সে দু'হাত দ্বারা কাজ করে নিজেকে উপকৃত করবে ও সাদকা করবে। তারা বলল, যদি তা না পারে বা না করে, তিনি বলেন– তবে অভাবী-বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করবে। তারা বলল, তা যদি না করে, তিনি বলেন– তবে কল্যাণের আদেশ করবে অথবা বলেন, সৎকাজের আদেশ দিবে। তারা বলল– তা যদি না করে, তিনি বলেন– তবে সে মন্দ হতে বিরত থাকবে, এটি তাই তার জন্য সাদকা।[৪৬]

নবী ﷺ আবূ যর বর্ণিত হাদীসে বলেন–

(عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ) الحديث وفيه- (وَتَسْعَى بِشِدَّةٍ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ وَتَرْفَعُ بِشِدَّةٍ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ...الحديث).

[৪১] *সূরা আনফাল আয়াত: ৯*
[৪২] *হাকেম– সহীহ*
[৪৩] *সহীহ বুখারী-সহীহ মুসলিম*
[৪৪] *ত্বারানী-হাসান*
[৪৫] *সূরা কাসাস আয়াত: ১৫*
[৪৬] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রত্যেক এমন যত দিনের উপর সূর্য উদিত হয়, তার উপর নিজের পক্ষ হতে সাদকা করা জরুরি...। আর এ হাদীসেই রয়েছে–

কঠিন পদক্ষেপে দুঃখিত ও ফরিয়াদকারীর সাহায্যে সচেষ্ট হোন এবং দুর্বলের জন্য শক্ত হাত প্রশস্ত করুন....।[৪৭]

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো–

১১। ভালোবাসা-মুহাব্বত

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

(অর্থাৎ) আর যারা মু'মিন আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালোবাসে প্রগাঢ়।[৪৮]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন–﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

অর্থাৎ যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।[৪৯]

আনাস ﵁ হতে বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

وقال ﷺ في حديث أنس (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

অর্থাৎ তিনটি বৈশিষ্ট্য এমন যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যায় সে ঈমানের প্রকৃত মজা ও স্বাদ পায়–

১। তার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ প্রিয়তম হওয়া তাঁরা দু'জন ব্যতীত যা কিছু আছে সব হতে।

২। কোন ব্যক্তিকে তার একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে ভালোবাসা।

৩। কুফুরীর দিকে ফিরে যাওয়া (মুরতাদ হওয়া) এমন অপছন্দ হওয়া যেমন তার জাহান্নামে নিক্ষেপ হওয়া অপছন্দ। (বুখারী ও মুসলিম) **[চলবে ইনশা-আল্লাহ]**

[৪৭] *আহমাদ ও নাসায়ী– সহীহ*
[৪৮] *সূরা বাকারা আয়াত:১৬৫*
[৪৯] *সূরা মায়িদা আয়াত: ৫৪*

বিদ'আত পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

(২৪ পৃষ্ঠার পর থেকে)

বাৎসরিক মাজলিস বা খানা-পিনা, আনন্দ ভোজ করা হয় এবং হাদীয়া তোহফার বিনিময়ে কুরআন খতমেরও আয়োজন করা হয় যা স্পষ্ট বিদআত। কুরআন তিলাওয়াত করা অবশ্যই ফযিলতের কাজ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যখনই তা হাদীয়া তুহফা কিংবা একপেট খাওয়ার বিনিময়ে তিলাওয়াত করা হয় তখনই তা বিদআত বলে গণ্য হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেন:

لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَإِهْدَائِهَا إِلَى الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা কিংবা হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা ইমামগণদের কারো পক্ষ হতে এর অনুমোদন বর্ণিত হয়নি।[৫০]

ইমাম তাহাবী ﵀ অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন: তিনি আরো বলেছেন:

لو أوصى بان يعطي شيئ من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة

কোন ব্যক্তি যদি তার মৃত্যুর পরে তার কবরে যে কুরআন তিলাওয়াত করবে তাকে কিছু সম্পদ দেয়ার ওয়াসিয়াত করে তাহলে তার ওয়াসিয়াত বাতিল হবে।[৫১]

অতএব প্রমাণিত হয় যে, হাদীয়া বা তুহফার বিনিময়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন খতম করা বিদআত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا তোমরা আমার আয়াতকে অল্প মূল্যে বিক্রি করো না।[৫২]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সব ধরনের বিদআত থেকে রক্ষা করুন। আমীন॥ **(চলবে ইনশা-আল্লাহ)**

[৫০] *মাজমুআতু রাসাঈল লি ইবনি আবিদীন ১/২৭৩-১৭৪ পৃ:, আল বিরুলোবিয়্যাহ লি ইহসান ইলাহী জহীর ﵀ ১২২ পৃ:*
[৫১] *শারহু আকিদা তাহাবিয়্যাহ পৃ: ৫১৭, আল বিরলোবিয়্যাহ ১২২ পৃ:*
[৫২] *সূরা বাকারা আয়াত: ৪১*

বিদ'আত পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক*

[পর্ব-২৪]

◈ মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক কতিপয় বিদআত : মৃত্যু একটি চিরন্তন সত্য যা মুসলিম অমুসলিম ধার্মিক অধার্মিক ও আস্তিক কিংবা নাস্তিক কেউ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না। যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার আত্মীয়-স্বজন ধৈর্য না ধরতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন, এটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ তার জন্য তো স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোনসহ সকল আত্মীয়সহ শুভাকাঙ্ক্ষীদের হৃদয়ে অনেক ভালোবাসা, মায়া-মমতা-আবেগ ও অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। আর ইবলীস মানুষের এ মমতার দুর্বলতাকে পুঁজি করে স্বজন হারানো মানুষগুলোকে অতি সুক্ষ্মভাবে ভ্রষ্টতার দিকে নিমজ্জিত করতে থাকে। এর ফলে মানুষজন মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অনেক বিদআত করে বসে। যা মৃত ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা থেকেই করে থাকে। কিন্তু এটা মোটেও প্রকৃত ভালোবাসা নয় বরং ইবলীস কর্তৃক প্রণীত নকল ভালোবাসা। আমরা এখানে এ সংক্রান্ত বহুল প্রচলিত কিছু বিদআত তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

১. মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে আগন্তুক অতিথিদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা : মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তার পরিরবারের পক্ষ থেকে পোলাও বা খিচুড়ী পাকিয়ে আগন্তুক অতিথিদের আপ্যায়ন করা একটি বিদআত। এটা একটি সামাজিক কুসংস্কার ও মানবতাবিরোধী কাজ। সমাজে এমনও ধারণা রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির জানাজায় কোন আত্মীয় গেলে মাইয়েতের বাড়ীর পাকানো খিচুড়ী বা পোলাও খেতেই হবে, না খেলে নাকি মৃত ব্যক্তির কষ্ট হবে।

অথচ এ ক্ষেত্রে শারয়ী সুন্নাহ হলো প্রতিবেশীরা খাবার তৈরি করে মৃতের পরিবার-পরিজনদের খাওয়াবে। কারণ তাদের মাঝে এক বিরহ-বেদনা ও কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নাবী ﷺ বলেন:

«اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ»

তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি কর, কারণ তাদের নিকট এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা তাদের ব্যস্ত করে রেখেছে।[৫৩]

সুতরাং মৃতের পরিবারকে সান্তনা দেয়া ও তাদের জন্য খাবার পাকিয়ে খাওয়ানো অন্যদের উপর অর্পিত দায়িত্ব। এর বিপরীতে মৃতের পরিবার কর্তৃক খাবার তৈরি করে আগন্তুক অতিথিদের খাওয়ানোর সামাজিক রীতি একটি কুসংস্কার ও বিদ'আত এবং এটা চরম অমানবিক কাজ।

২. মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন দেওয়ার পর সম্মিলিত মুনাজাত পরিচালনা করা : আমাদের সমাজে উল্লেখিত আমলের ব্যপক প্রচলন রয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন দেওয়ার পর ইমাম কিংবা অন্য কোন স্থানীয় আলেম কর্তৃক সম্মিলিত মুনাজাত করা হয় যার শারয়ী কোন ভিত্তি নেই। যা নাবী ﷺ ও সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

এক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর শেখানো কর্ম হলো দাফনকৃত ব্যক্তির জন্য উপস্থিত লোকজন কর্তৃক পৃথকভাবে ক্ষমা চাওয়া এবং কবরের জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার জন্য দু'আ করা। উসমান বিন আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»،

নাবী ﷺ মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন: তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সে যেন (কবরের জিজ্ঞাসার জবাবের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকে সে দু'আ কর। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৫৪]

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৫৩] তিরমিযী হা: ৯৯৮ হাসান

[৫৪] আবূ দাউদ হা: ৩২২১, ইবনু হিব্বান হা: ৩১০১, মুস্তাদরাক হাকিম হা: ১৩৭২

আলোচ্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন দেওয়ার পর সেখানে দাঁড়িয়ে কবরবাসীর জন্য ক্ষমা চাওয়া ও কবরের জিজ্ঞাসার জবাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দু'আ করা সুন্নাত এবং নাবী ﷺ এর কথা (استغفر لاخيكم) তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও) থেকে বুঝা যায় যে, উল্লেখিত হাদীসের আলোকে প্রমাণিত দু'আটি এককভাবে পড়তে হবে।

অর্থাৎ اللهم اغفر له و ثبته হে আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং প্রতিষ্ঠিত রাখ।

এর বিপরীতে দাফন দেওয়ার পর উচ্চ আওয়াজে সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা বিদআত। এ সম্পর্কে শায়খ সালিহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন:

أما الدعاء للميت برفع الصوت عند الدفن فإنه بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل) ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يقال للناس: كلٌّ يدعو بنفسه لهذا الميت إذا دفن، فيستغفروا له ويسألوا الله له التثبيت ويكفي مرة واحدة، لكن إن كررها ثلاثاً فهو خير

মৃত ব্যক্তিকে দাফন দিয়ে তার জন্য উচ্চ আওয়াজে সম্মিলিত দু'আ করা বিদআত। কেননা নাবী ﷺ দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সে যেন কবরের জবাবের উপর অবিচল থাকতে পারে সে দু'আ কর। যদি সম্মিলিতভাবে উচ্চ আওয়াজে দু'আ বা মুনাজাত করা সুন্নাত হতো তাহলে নাবী ﷺ তা অবশ্যই করতেন। কিন্তু মানুষদেরকে বলা হতো প্রত্যেকেই নিজে নিজে এ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে। তার জন্য ক্ষমা চাইবে ও কবরের জিজ্ঞাসার জবাবের উপর অটল থাকার জন্য দু'আ করবে। আর এটা একবার পড়াই যথেষ্ট হবে। তবে কেউ যদি তিনবার পড়ে তাহলে তা উত্তম হবে।[৫৫]

এছাড়াও ফাতাওয়া লাজনা দায়িমায় উল্লেখ আছে: দু'আ এবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম, সুতরাং কারো জন্য শরীয়াত কর্তৃক প্রমাণিত নয় এমন এবাদত করা বৈধ নয়। আর জানাযা শেষে সম্মিলিত দু'আ করাও রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। নাবী ﷺ সাহবীগণকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে দু'আ করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ নেই।[৫৬]

এ ছাড়াও বর্তমান সময়ের জানাযাগুলোতে দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন দেওয়ার পর মুনাজাত পরিচালনা করার আগে ইমাম সাহেব উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন: আপনারা সবাই সূরা ফাতিহা পড়ুন এত বার, সূরা ইখলাস পড়ুন ১০ বার, দুরূদ শরীফ পড়ুন এতবার, সূরা ইয়াসিন পড়ুন ইত্যাদি ফরমান জারি করে থাকেন। কিছু কিছু জায়গায় তো নতুন কবরের পাশে জায়নামাজ বিছিয়ে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে দেখা যায়।

সবই জঘন্যতম ও ভ্রষ্ট বিদআত। এ ক্ষেত্রে বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

لا تشرع قراءة سورة (يس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن، ولا تشرع القراءة في القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون، بل كل ذلك بدعة،

মৃত ব্যক্তিকে দাফন দেওয়ার পর সূরা ইয়াসিন কিংবা অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করা শরীয়াতসম্মত নয়। কেননা এ সকল বিষয় নাবী ﷺ করেননি এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কেউ করেননি, সুতরাং এটা স্পষ্টই বিদআত।[৫৭]

সুতরাং উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন দেওয়ার পর কোন ধরনের সূরা কিংবা কুরআনের কোন আয়াতে কারীমাহ পাঠ করা ও সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা বিদআত।

এছাড়াও কবরের কোনায় খেজুরের ডাল গেড়ে দেয়া একটি বিদআত।[৫৮]

কবরের উপরে খেজুরের ডাল পুঁতে দেওয়ার বিষয়ে সহীহ বুখারীর বর্ণনায় যে হাদীসটি রয়েছে তা শুধুমাত্র নাবী ﷺ-এর জন্য খাস ছিল।

---

[৫৫] *মাজমুউল ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলুল উসাইমীন- ২৭ খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা*

[৫৬] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ ৯/১৬ পৃষ্ঠা:*

[৫৭] *মাজমুউল ফাতাওয়া খণ্ড-২৩, ২০৩ পৃ:*

[৫৮] *মাজমুউল ফাতাওয়া বিন বায (রাহ) খণ্ড-১৩, পৃ: ২০১,২০২*

বুঝার সুবিধার্থে হাদীসটি নিম্নে তুলে ধরলাম।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» . ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا» أَوْ: «إِلَى أَنْ يَيْبَسَا»

একদা নাবী ﷺ মাদীনা বা মাক্কার বাগানগুলোর মধ্য হতে কোন এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দুই ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন যাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন: এদের দুইজনকে (কবরে) শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। অতঃপর তিনি বললেন: হ্যাঁ এদের একজন পেশাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতো না। অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন: এবং তা ভেঙে দুই টুকরা করে প্রত্যেকের কবরের ওপর এক টুকরা করে রাখলেন। তাকে বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কেন আপনি এমনটা করলেন? তিনি বললেন: আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুটি শুকিয়ে না যায় ততক্ষণ তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে। [৫৯]

উল্লেখিত হাদীসের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে,

১. কবরের অধিবাসীদ্বয় ছিল নাবী ﷺ ও সাহাবীদের অচেনা-অজানা; তাদের নাম-ঠিকানা নাবী ﷺ ও সহাবীগণ কেউ জানতেন না।

২. কবর দুইটি ছিলো পুরাতন, মোটেও নতুন নয়।

৩. তাদের বিকট আওয়াজ নাবী ﷺ শুনেছেন এবং তাদের কবরের শাস্তি সম্পর্কে নাবী ﷺ অবগত হয়েছেন। এমনকি তাদের কবরে কোন অপরাধের কারণে শাস্তি হচ্ছিল এটাও আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে অবগত করিয়েছেন।

৪. অতঃপর নাবী ﷺ কবরের শাস্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হালকা হওয়ার আশায় একটি খেজুরের ডাল ভেঙে দুই টুকরা করে দুই কবরের উপর রাখলেন।

৫. নাবী ﷺ ইতঃপুর্বে কোন কবরে এরকম খেজুরের ডাল কখনও রাখেননি, যা সাহাবী কতৃর্ক জিজ্ঞাসা (يا رسول الله لما فعلت هذا)-হে রাসূল আপনি এমনটা কেন করলেন? বা খেজুরের ডাল কেন কবরে রাখলেন?) থেকে প্রমাণিত হয়।

অতএব কবরে খেজুরের ডাল রাখার বিষয়টি সম্পূর্ণ নাবী ﷺ-এর মুযেজা, এটা নাবী ﷺ-এর জন্য খাস যা অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ অচেনা ও পুরাতন কবরের মাঝ থেকে শাস্তির আওয়াজ পাওয়া, শাস্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া শাস্তির অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়া ও শাস্তি হালকা হওয়ার আশা করা এগুলো নাবী ﷺ ছাড়া অন্য কারো জন্য কল্পনা করাটাও চরম অন্যায়।

সুতরাং জানাযার পর চেনা-জানা ও নতুন কবরে খেজুরের ডাল পুঁতে দেয়া একটি স্পষ্ট বিদআত। যা নাবী ﷺ-এর মুযেজার সাথে চরমভাবে বেয়াদবি ছাড়া কিছুই নয়।

(৩) মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ৩য় দিনে বা অন্য কোন দিনে কুরআন খতম ও খানা-পিনার আয়োজন করা: মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে মারা যাওয়ার ৩য় দিনে বা ৭ম দিনে বা ৪০ দিনে মাজলিসের আয়োজন করা সম্পূর্ণ বিদআত। এটা নাবী ﷺ ও সাহাবীগণসহ পরবর্তী সালাফদের কারো পক্ষ হতে প্রমাণিত নয়।[৬০]

এ কাজগুলো হানাফী পণ্ডিতগণই বিদআত বলেছেন যেমন: ইবনুল হুমাম আল হানাফী (রাহ) বলেন: মাইয়্যাতের পরিবার কর্তৃক ৩য় দিনে মেহমানদারীর আয়োজন করা নিকৃষ্ট বিদআত। [৬১]

ইবনুল বাযায (রহিমাহুল্লাহ)– বলেন: মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে ৩য় দিনে মেজবানীর আয়োজন করা বা উৎসব পালন করা ঘৃণিত কাজ।

আবার দেখা যায়, ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে ৩য়, ৭ম, ২৭ বা ৪০তম কিংবা ....(বাকী অংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

[৫৯] *সহীহ বুখারী হা: ২১৬*

[৬০] *আল বিরলোবিয়্যাহ পৃ: ১১৮*

[৬১] *ফাতহুল কাদীর পৃ: ১/৪৭৩*

হাদীস সঙ্কলনের ইতিকথা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

-আমিনুল ইসলাম *

(পর্ব-৩)

تاريخ نشأة الرحلة في طلب الحديث

জ্ঞান অন্বেষণে সফরের ইতিহাস

জ্ঞানার্জনে সর্বপ্রথম সফর শুরু হয়েছিল মূলত নবী মুসা (আ)-এর মাধ্যমে যার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছিলেন। যে জন্য তিনি কালিমুল্লাহ খেতাবে ভূষিত হন। যিনি সফর করেছিলেন খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট যা পবিত্র কুরআন মাজিদের সুরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া রাসূল (ﷺ)-এর যুগে আরব বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন দল-গোত্র রাসূল (ﷺ)-এর নিকট ইসলামের বিবিধ বিষয় জানতে আসতো এবং ইসলাম গ্রহণ করে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে স্বজাতির কাছে ফিরে যেতো।

রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর সফরের গুরুত্ব বহু গুণে বেড়ে যায়। রাসূল (ﷺ)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাত প্রচারের লক্ষ্যে সাহাবীগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর করেন। যেমন- একটি মাত্র হাদীসের জন্য মাসাধিক কাল দূরত্বের মরুপথ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শামে সিরিয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস-এর নিকট সফর করেন। যেই হাদীসটি তার জানা ছিল না।[৬২]

আবু আইউব আনসারি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিসরে সফর করেন উক্ববা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট। এভাবে একজন সাহাবী আরেকজন সাহাবীর নিকট হাদীস সংগ্রহে সফর করেছেন।

হাদীস সংগ্রহে সফরের এ ধারাবাহিকতা তাবেয়ীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। যেসব জীবিত সাহাবী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রাসূল (ﷺ)-এর মিরাস বহন করছিলেন তারা তাদের নিকট থেকে ইলমে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

قال الإمام سعيد بن المسيب سيد التابعين: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام.

সাইয়িদুত তাবেয়ীন ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, একটি মাত্র হাদীস সংগ্রহের জন্য বহু দিন, বহু রাত ভ্রমণ করেছি।[৬৩]

أسباب الرحلة

সফরের কারণসমূহ: হাদীসের জ্ঞানার্জনে সফরের অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

جيل الصحابة সাহাবীদের যুগে

১. হাদীস শ্রবণের জন্য। অর্থাৎ সব হাদীস প্রত্যেক সাহাবী নিজ কানে শুনেননি। যেসব হাদীস ছুটে গেছে সেসব হাদীস অন্য সাহাবী থেকে শুনে নিতেন।

২. সু-নিশ্চিত ও সু-দৃঢ়করণের লক্ষ্যে। অর্থাৎ যে হাদীস একজন সাহাবী মুখস্থ করেছেন অন্যজন সাহাবীকে তা শুনিয়ে তা সঠিক আছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ও আত্মস্থ করতে তারা বহু দূর-দূরান্তে সফর করতেন।

তাবেয়ীদের যুগে -

রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীগণ দাওয়াতি মিশন নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করছিলেন। আর তারা প্রত্যেকেই রাসূল (ﷺ)-এর মিরাস বহন করছিলেন। তাদের অবর্তমানে যোগ্য উত্তরসূরী হওয়ার জন্য তারা তাদের নিকট ছুটে যেতেন। এছাড়া এসময় বিভিন্ন ফিতনার আবির্ভাব ঘটে। যার মধ্যে সংশয়বাদী ও হাদীস অস্বীকারকারী উল্লেখযোগ্য। যারা হাদীসের সনদ নকল করে মানুষের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করতো। এজন্য আলেমগণ হাদীসের সত্যতা নিরুপণে সফর করতেন।

হাদীসের উচ্চতর ইসনাদ বা হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতা জানতেও তারা সফর করতেন।

قال الإمام أحمد بن حنبل : طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف.

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদীস বর্ণনার উচ্চতর ইসনাদ বা ধারাবাহিকতা জানাও সালাফদের সুন্নাত।[৬৪]

---

[৬২] *আর রিহলা লিলখতিব বাগদাদী ২২২-২২৩ পৃষ্ঠা*

[৬৩] *তবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ ৫/১২০*

[৬৪] *উলুমুল হাদিস লি ইবনে সালাহ ২৩১ পৃষ্ঠা*

سفرের উদ্দেশ্যসমূহ : أهداف الرحلة

وقال الخطيب البغدادي: المقصود في الرحلة في الحديث أمران :

أحدهما: تحصيل علو الإسناد، وقدم السماع

والثاني: لقاء الحفاظ، والمذاكرة لهم، والإستفادة عنهم

খতিব বাগদাদি বলেন, হাদীস অন্বেষণের সাথে দুটি উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত।

এক : উচ্চতর ইসনাদ অর্জন ও মুখস্থগুলো শোনানোর মাধ্যমে মান যাচাইকরণ।

দুই : হুফফাজদের সাথে সাক্ষাৎ, তাদের সাথে ইলমি আলাপ-আলোচনা পরামর্শ করা এবং তাদের থেকে উপকারিতা গ্রহণ করা।[৬৫]

উল্লেখযোগ্য যেসব ভূখণ্ডে জ্ঞান-পিপাসুরা সফর করে থাকেন তা হলো- মদিনা, মক্কা, কুফা, বসরা, জাজিরা (ইরাক) শাম, ইয়ামামা, মিশর, মুরু, রায়, বুখারা। এ কারণে যে, এ শহরগুলো হলো ইলমের মারকায বা জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু এবং অধিকসংখ্যক আলেমের আবাসস্থল।

ومن أمثلة هذا السبب والنموذج كالتالي:

عن المؤمل بن إسماعيل، قال : حدثني ثقة بفضائل سور القرآن الذي يروي عن أبي بن كعب، فقلت للشيخ : من حدثك ؟ فقال : حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه، فقلت : من حدثك؟ فقال : شيخ بواسط وهو حي، فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بالبصرة ، فصرت إليه فقال : حدثني شيخ بعبادان ، فصرت إليه فأخذ بيدي ، فأدخلني بيتا ، فإذا قوم من المتصوفة ومعهم شيخ ، فقال هذا الشيخ حدثني، فقلت : يا شيخ ! من حدثك؟ فقال : لم يحدثني أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم إلى القرآن)

[৬৫] *আল জামিউল আখলাকুর রাবী লিল খতিব আল বাগদাদী ২/২৩৩*

হাদীসের রাবীদের উচ্চতর ইসনাদ বা পরস্পরের ধারাবাহিকতা জানার কারণ ও তার নমুনা ঃ

মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সিকাহ অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাকে পবিত্র কুরআন মাজিদের সূরাসমূহের ফযিলত সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো যা উবাই ইবনে কা'ব ﷺ-এর নামে বর্ণিত হয়েছে। আমি সেই শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, মাদায়েন শহরের একজন তাকে বর্ণনা করেছে যিনি এখনো জীবিত আছেন। আমি তার নিকট গমন করলাম এবং বললাম কে আপনাকে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, বাওয়াসেত শহরের একজন শায়েখ তাকে বর্ণনা করেছেন যিনি এখনো জীবিত আছেন। তিনি বললেন, অতঃপর আমি তার নিকট গমন করলাম এবং বললাম কে আপনাকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, বসরার একজন শায়েখ তাকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আমি বসরায় গমন করলাম এবং সেই শায়খকে বললাম, কে আপনাকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আমাকে আবাদানের একজন শায়েখ বর্ণনা করেছে। অতঃপর আমি তার নিকট গমন করলে তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন যেখানে সূফি সম্প্রদায়ের লোকজন বসা ছিলেন এবং তাদের সাথে তাদের শায়েখও বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এই সেই শায়েখ যিনি আমাকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি তাকে বললাম, হে শায়েখ! কে আপনাকে সুরার ফযিলত সম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, কেউ আমাকে বর্ণনা করেনি। কিন্তু আমি দেখেছি মানুষ এর প্রতি অর্থাৎ কুরআনের প্রতি অত্যধিক আগ্রহী যার ফলে আমি তাদের জন্য হাদীস বানিয়েছি। যাতে করে তারা কুরআনের দিকেই ঝুঁকে থাকে।[৬৬]

উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেল, যুগে যুগে মানুষ নিজেদের জনপ্রিয়তা প্রচার-প্রচারণা ও সংখ্যাধিক্যের জন্য হাদীসের নামে জাল হাদীস বানিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে আসছে।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

[৬৬] *আল কিফায়া লিল খতিব বাগদাদী ৪০১ পৃষ্ঠা*

শুব্বানে পাতা | صفحةالشبان

সিয়ামের প্রস্তুতি ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস *

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ করে রামাযান মাস ও তার সিয়াম দান করেছেন। সৌভাগ্যের সেই মাস আমাদের নিকটে সমাগত। রামাযান মাস পাওয়া বড় এক নিয়ামত এবং আল্লাহর এমন দান যার শুকরিয়া আদায় করা জরুরি। এ মাস পাওয়া গুনাহ্ ও পাপ মোচনের এক সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ মর্যাদা উঁচু ও নেকি বাড়ানোর। রমাযানের কদিন পূর্বেও কত মানুষের মৃত্যু হয়! ফলে তারা এ রামযান মাস পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কুরআনুল কারীমকে যখন অধিকাংশ মানুষ পরিত্যাগ করেছে, তখন রামাযান মাস আসছে কুরআনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার সুযোগ করে দিতে। মহান আল্লাহ্ নাবী ﷺ এর ভাষা বর্ণনা করে বলেন:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

“রাসূল ﷺ বলেন: হে আমার রব্ব নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে।”[৬৭] তাই এই মাসটি যাতে আমরা সুন্দরভাবে এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে অতিবাহিত করতে পারি, সেই লক্ষ্যেই আলোচ্য লেখাতে সিয়ামের ইতিহাস, পরিচিতি উল্লেখ না করে, বরং তার জন্য প্রস্তুতি ও গুরুত্বপূর্ণ জরুরি মাসআলা সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করবো ইনশা আল্লাহ। কেননা সাধারণ বিষয়গুলো ও তার পরিচিতি, গুরুত্ব; সকলের নিকট সুস্পষ্ট। তাই সেসব বিষয় এখানে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি।

সিয়ামের প্রস্তুতি : ১. পূর্ব পরিকল্পনা : যে-কোনো কাজের সুষ্ঠু পরিসমাপ্তির জন্য প্রয়োজন পূর্ব পরিকল্পনা। রামাযান মাস ও তার সিয়াম আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সৌভাগ্যের কারণ। এই সময়কে সুন্দরভাবে অতিবাহিত করতে ও সুফল পেতে সুন্দর পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাই প্রথমেই আমাদেরকে লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে। যেমন- আমার সময়ের সদ্ব্যবহার। কতটা সময় কুরআন তিলাওয়াত করব, সলাত পড়ব। মানুষের সাহায্যে এবং পরিবারের জন্য উপার্জনে কতটা সময় ব্যয় হবে। এক্ষেত্রে রামাযান মাস শুরুর আগেই যদি লক্ষ্য স্থীর করে পরিকল্পনা নেয়া যায় এভাবে- অফিস/কর্মক্ষেত্রে ... ঘণ্টা; কুরআর তিলাওয়াত ... পারা/ প্রত্যহ ... ঘণ্টা; বিভিন্ন ইসলামিক বই ও আলোচনা শোনা ... ঘণ্টা; নফল সলাত ... ঘণ্টা; আত্মীয় ও প্রতিবেশিদের খবর নেওয়া; দানের পরিমাণ ... টাকা ইত্যাদি। অথবা এভাবেও পরিকল্পনা ও লক্ষ্য স্থির করা যেতে পারে- সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত ৩ বার; অর্থ/তাফসীর ১ বার; ৯০টি হাদীস পাঠ করা; ১০টি ইসলামিক বই পড়া; ৩০ জনকে ইফতার ও সাহারীর ব্যবস্থা করা; ... টাকা সাধারণ সাদাক্বাহ আদায় করা ইত্যাদি।

২. উত্তম চরিত্র অর্জনে লক্ষ্য স্থির : এ মাসকে কেন্দ্র করে নিজেদের কোনো একটা খারাপ অভ্যাস অথবা সুন্দর চরিত্রের জন্য অপরিহার্য কোনো একটা গুণ অর্জন করার প্রচেষ্টাও আমরা করতে পারি। যেমন- আমরা জানি, صِيَام শব্দের অর্থ বিরত থাকা। এর কারণ হলো, যে চুপ থাকে ও নিস্তব্ধ থাকে, তাকে সায়িম বলে। আর শারঈ পরিভাষায় ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, সহবাস, ও সিয়াম নষ্টকারী সকল কর্ম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করাকে সিয়াম বলা হয়। তাই এই

* *শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা মুনাওয়ার, সৌদি আরব। সদস্য, মাজলিসে আম, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ*

[৬৭] *সূরা ফুরকান আয়াত: ৩০*

মাসে আমরা একটি পরিকল্পনা নিয়ে প্রাকটিক্যালভাবে চুপ ও শান্ত থাকার অনুশীলন করতে পারি। এতে আমাদের বাস্তব জীবনের জন্য খুবই ফলপ্রসূ একটা গুণ নিজেদের চরিত্রে যোগ হতে পারে। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

" مَنْ صَمَتَ نَجَا " যে নীরব থাকে, সে মুক্তি পায়।[৬৮]

এছাড়াও অন্য হাদীসে রয়েছে,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

"আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।[৬৯]" এই কথা কম বলা বা এমন অন্য একটি বিষয় নির্বাচন করে তা অর্জনের চেষ্টা করতে পারি। কারণ রামাযান বরকতের মাস। এই মাসে যে-কোনো ভালো কাজেই বরকত পাওয়া যায়।

গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা:

ক. পূর্ব প্রস্তুতি :

১. সতর্কতামূলক সিয়াম রাখা : রামাযান মাস শুরু হওয়ার এক বা দুদিন পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক সিয়াম রাখা হারাম। তবে কোনো ব্যক্তির পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট দিনে সিয়াম রাখার অভ্যাস থাকলে এবং মনে রামাযানের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সিয়াম রাখার উদ্দেশ্য না থাকলে, তার জন্য উক্ত দিনে সিয়াম রাখতে কোনো বাধা নেই। নাবী কারীম ﷺ বলেন :

«لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ».

"তোমাদের কেউ যেন রমাযানের সিয়ামর সাথে প্রথমে একদিন বা দু'দিন (বাড়তি) সিয়াম না রাখে। (অর্থাৎ- শা'বানের শেষের তারিখে সিয়াম না রাখে) তবে যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট দিনে (সিয়াম) রেখে আসছে সে যেন তা রাখে।" [৭০]

২. নতুন চাঁদ দেখা : সম্ভব হলে নতুন চাঁদ দেখা। কেননা হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ রামাযানের কথা আলোচনা করে বললেন: চাঁদ না দেখে তোমরা সিয়াম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে সিয়াম শেষ করবে না। যদি (আকাশ) মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।[৭১]

এখানে একটি বিষয় জানা প্রয়োজন, দিনের কিছু অংশ বাকি থাকতে যদি রামাযানের নতুন চাঁদ দেখা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে যাদের সিয়াম রাখার উপযুক্ত বয়স হয়েছে তাদেরকে দিনের বাকি সময় পানাহার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এটা সময়ের সম্মানের জন্য এবং আলেমগণের সঠিক মতানুযায়ী উক্ত দিনের সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে। চাঁদ দেখা যাওয়ার পূর্বে হোক বা পরে হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। সুনান আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে ক্বাতাদার সূত্রে 'আবদুর রহমান ইবনু সালামাহ্, তিনি তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আসলাম নাবী ﷺ-এর কাছে এলেন। নাবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "তোমরা কি আজকে সওম রেখেছ? জবাবে বললেন : না, রাখিনি। নাবী ﷺ বললেন : "তোমরা দিনের বাকি সময় সিয়াম অবস্থায় থাকবে এবং পরে দিনটির সিয়াম কাযা আদায় করে নেবে"। [৭২]

৩. নামায ত্যাগকারীর সিয়াম সহীহ শুদ্ধ হবে না এবং তার সিয়াম কবুলও হবে না। কারণ নামায ত্যাগকারী কাফির ও মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

"অতএব যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায পড়তে থাকে ও যাকাত দিতে থাকে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনের ভাই হয়ে যাবে।"[৭৩]

---

[৬৮] *সুনান তিরমিযী হা: ২৫০১*
[৬৯] *সহীহ বুখারী হা: ৬১৩৫*
[৭০] *সহীহ বুখারী হা: ১৯১৪*
[৭১] *সহীহ বুখারী হা: ১৯০৬*
[৭২] *হাফিয ইবনু হাজার-এর ফাতহুল বারী- ৪/১৪২*
[৭৩] *সূরা তাওবা আয়াত: ১১*

৪. সিয়ামের নিয়্যাত করা : ফজরের পূর্বে থেকে সিয়ামের নিয়্যাত করা ছাড়া ফর্‌য সিয়াম রাখা সঠিক নয়। কেননা এ সম্পর্কে নাবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِفَلاَ صِيَامَ لَهُ.

"যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে সিয়াম রাখার নিয়্যাত না করবে তার সিয়াম শুদ্ধ হবে না।"

৫. সিয়ামের জন্য সাহারী খাওয়া। 'আম্‌র ইবনু 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেন:

«فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ».

"আমাদের ও আহলে কিতাবের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহারী খাওয়া (অর্থাৎ- আমরা উম্মাতে মুহাম্মাদী সাহারী খেয়ে সিয়াম রাখি আর আহলে কিতাবরা তাদের সিয়ামে সাহারী খায় না।"[৭৪]

৬. সাহারী খাওয়া এবং দেরিতে সাহারী গ্রহণ করা : বর্ণনাকারী ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর দু'জন মুয়ায্‌যিন ছিলেন। একজন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু, আর একজন হলেন অন্ধ সাহাবী ইবনু উম্মু মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহু। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ».

"বিলাল রাতের বা তাহাজ্জুদের আযান দিয়ে থাকে এতএব ইবনু উম্মু মাকতুম আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত সে আযান দেয় না।"[৭৫]

হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ক্বাসেম ইবনু মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, তাদের উভয়ের (বিলাল ও ইবনু উম্মু মাকতুম)-এর আযানের মধ্যে এতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল যে, একজন (আযান দিয়ে মিনার থেকে সিঁড়ি বেয়ে) নামতেন আর একজন উঠতেন।"[৭৬]

[৭৪] *সহীহ মুসলিম হা:২৪৪০*
[৭৫] *সুনান তিরমিযী হা: ২০৩, সহীহ*
[৭৬] *ফাতহুল বারী- ১৩৬/৪, সহীহ মুসলিম, শারহ নাব্বী- ২০৩/৭*

খ. রোযাদারের জন্য যা বৈধ :

১. চোখে ওষুধের ফোঁটা, সুরমা ব্যবহার এবং কানে ওষুধের ফোঁটা ব্যবহার বৈধ। এতে রোযাদারের সিয়াম নষ্ট হবে না। [৭৭]

২. সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং নাকে তার ঘ্রাণ নেওয়াতে কোনো বাধা নেই। তবে বুখূর বা ধূপের ঘ্রাণ নাকে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ বুখূর বা ধূপের ঘ্রাণে আকৃতি রয়েছে, যা পাকস্থলিতে ধোঁয়ার আকারে প্রবেশ করে থাকে। [৭৮]

৩. নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা জায়েয। তবে নাকে পানি দেওয়ার বিষয়ে অতিরঞ্জিত করা যাবে না এই ভয়ে যে, গলায় (কণ্ঠনালীতে) পানি প্রবেশ করতে পারে। কেননা হাদীসের সুনান গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইবনু খুযায়মাহ্ তা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন যে, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : "তুমি ভালোভাবে নাকে পানি দাও, তবে যদি তুমি রোযাদার হয়ে থাকো তাহলে নয়।" [৭৯]

৪. যেসব ইঞ্জেকশন শরীরে খাদ্যের কাজে ব্যবহার হয় না, তা শরীরে ব্যবহার করা বৈধ, সিয়াম নষ্ট হবে না। তা মাংসপেশীতে ব্যবহার করা হোক কিংবা শিরায়। রোযাদার যদি গলায় তার উষ্ণতাও অনুভব করে, তাহলেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। [৮০]

৫. স্ত্রীকে চুম্বন ও স্পর্শ করা বৈধ। তবে শর্ত হলো যে, যদি তার প্রবৃত্তি আন্দোলিত হওয়ার এবং তার থেকে কোনো কিছু (বীর্য) বাহির হওয়ার ভয় না থাকে। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ ﷺ لِإِرْبِهِ.

"সিয়াম অবস্থায় নাবী কারীম ﷺ (স্ত্রীদের) চুম্বন ও স্পর্শ করতেন। তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি সক্ষম ছিলেন।"[৮১]

কোনো রোযাদার স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করার কারণে যদি তার বীর্য বের হয়, তাহলে তার সিয়াম নষ্ট হয়ে

[৭৭] *ফাতাওয়া ইবনু 'উসাইমিন (রহিমাহুল্লা-হ)- পৃ. ১/৫২০।*
[৭৮] *শাইখ 'উসাইমিন রচিত ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ- ২/১২৮।*
[৭৯] *ফতহুল বারী- ১৬০/৪।*
[৮০] *শাইখ ইবনু 'উসাইমিন রচিত মাজালিসু শাহরে রামাযান- পৃ: ১০০।*
[৮১] *মুসলিম- হা: ২৪৬৬, শারহ নাব্বী- ৭ম খণ্ড, পৃ: ২১৭*

যাবে। একইভাবে বারবার (স্ত্রীর প্রতি) দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করার কারণে বীর্য বের হলেও তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। একইভাবে কোনো রোযাদার হস্তমৈথুন করার কারণে বীর্য বের হলেও তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে অবশ্যই সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে, তবে তাকে কোনো প্রকার কাফ্ফারা দিতে হবে না। "সিয়ামের মাসে দিনের বেলা যে ব্যক্তি (খারাপ) চিন্তা ও ধ্যান করল, অতঃপর বীর্যপাত হয় অথবা স্বপ্নদোষ হয় এ কারণে তার সিয়াম নষ্ট হবে না।"[৮২]

৬. মিসওয়াক ব্যবহার করা বৈধ। প্রত্যেক নামায ও ওযুর সময় মিসওয়াক করা উত্তম। আবূ হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

"আমি মুসলমানদের প্রতি কষ্টকর মনে না করলে, তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করতাম।"[৮৩]

৭. গোসল করা জায়েয। বর্ণনাকারী 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ».

"স্বপ্নদোষ ছাড়াই জুনুবী অবস্থায় কখনও কখনও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফজর হয়ে যেত। অতঃপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে গোসল করতেন এবং সিয়াম রাখতেন।"[৮৪]

৮. প্রয়োজনে সিয়ামের দিনে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে তা জিহবার এক পার্শ্বে রাখবে এবং খাদ্যের কোনো অংশ গিলে ফেলবে না।[৮৫]

গ. রোযাদারের জন্য যা নিষিদ্ধ :

১. ফজরের ওয়াক্ত স্পষ্ট হওয়ার পর পানাহার করা হারাম। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

"(সিয়ামর মাসে) প্রত্যুষে কৃষ্ণ রেখা হতে শুভ্র রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাত সমাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর।" [৮৬]

২. অশ্লীলতা অর্থাৎ- নিকৃষ্ট ও নির্লজ্জকর কথা, স্ত্রী সহবাস ও স্ত্রী মিলনের পূর্ব ভূমিকা, শোরগোল ও হৈ চৈ, মূর্খতা ও মিথ্যা কথা, মিথ্যা 'আমল করা ও গালি দেওয়া হারাম। যদি কোনো ব্যক্তি তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে লড়াই করে, সে যেন বলে আমি রোযাদার ব্যক্তি এবং তার সাথে অনুরূপ আচরণে লিপ্ত হবে না। আবূ হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرُؤٌصَائِمٌ.

"সিয়াম ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ সিয়াম রেখে অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেউ তার সাথে গালমন্দ বা ঝগড়া করলে শুধু বলবে, আমি রোযাদার।"[৮৭]

ইমাম বুখারী কিতাবুল আদাবে নিম্নের শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"যে রোযাদার মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার অনুকূলে কাজ করা এবং মূর্খতা ত্যাগ না করবে তার পানাহার ত্যাগের কোনো মূল্যই মহান আল্লাহর নিকট নেই।" [৮৮]

৩. পানাহার এবং পানাহারের অর্থে যা ব্যবহার করা হয়, তা পানাহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব উভয় প্রকার খাদ্য দ্বারাই সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন- শরীরে (পুষ্টিকর) স্যালাইন ব্যবহার করা, কারণ তা ব্যবহারে খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়। একইভাবে শরীরে

[৮২] *মাজমু'আ ফাতাওয়া- ইবনু বায (রাহিমাহুল্লা-হ), ৫/২৪৩*
[৮৩] *সহীহ মুসলিম হা: ৪৭৭*
[৮৪] *সহীহ মুসলিম হা: ২৪৮০, শারহ নাববী- ২২১/৭*
[৮৫] *শাইখ ইবনু জিবরীন রচিত ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ- ২/১২৮*
[৮৬] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৭*
[৮৭] *সহীহ বুখারী হা: ১৯০৪*
[৮৮] *সহীহ বুখারী হা : ৬০৫৭*

রক্ত গ্রহণ করার মাধ্যমেও রোযাদারের সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে, কেননা রক্ত হ'ল পানাহারেরই সারাংশ বা নির্যাস। নাবী কারীম ﷺ বলেছেন :

«دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ».

"সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর।"[৮৯]

ইবনে উসাইমিন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: কোনো রোযাদার যদি এমন ইঞ্জেকশন ব্যবহার করেন যা (শরীরে) খাদ্য ও পানীয়র কাজ করে, তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৯০]

৪. রামাযান মাসে দিনের বেলায় সিয়াম রাখা অবস্থায় স্ত্রীর সহবাস নিষিদ্ধ। যদি কেউ স্বেচ্ছায় ও জেনে-বুঝে এ কাজ করে থাকে, তাহলে তাকে পরবর্তীতে উক্ত দিনের সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে। আন্তরিকভাবে তাওবা এবং উক্ত কাজের প্রতি অনুতাপ প্রকাশ ও আগামীতে তা পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করতে হবে। সিয়ামের কাযা আদায়ের সাথে সাথে তার প্রতি কাফ্ফারাও আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর কাফ্ফারাহ হলো– একজন কৃতদাস আযাদ করা, তার সামর্থ্য না থাকলে একাধারে দু'মাস সিয়াম রাখবে এবং তারও সামর্থ্য না থাকলে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। এটি কবীরা গুনাহ'র অন্তর্ভুক্ত। কারণ হাদীসে লোকটির স্বীকৃতি যে 'আমি ধ্বংস হয়ে গেছি' এবং 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীসে আছে' আমি (দোযখের) আগুনে দগ্ধ হয়েছি।[৯১]

৫. ইচ্ছাকৃত বমি করা নিষিদ্ধ। ওলামার দুটি মতের সঠিক মতানুযায়ী এর দ্বারা সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে স্বেচ্ছায় বমি না করলে সিয়াম নষ্ট হবে না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ ইরশাদ করেন,

«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».

"সিয়াম অবস্থায় যার বমি হবে তাকে সিয়াম কাযা আদায় করতে হবে না, তবে যদি কেউ ইচ্ছা করে বমি করে তাহলে সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।"[৯২]

৬. স্বেচ্ছায় ও জেনে-বুঝে বুখূর বা ধূপের ঘ্রাণ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। করলে তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ বুখূর বা ধূপের ঘ্রাণে মস্তিষ্কে এর প্রভাব ও কার্যকারিতা প্রকাশ পায়। তবে যদি নাকে প্রবেশ করে অথবা কোনো ইচ্ছা ছাড়া ঘ্রাণ নেয় তা দ্বারা সিয়াম নষ্ট হবে না। কেননা এতে রোযাদারের কোন ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"কোনো ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত পালনে বাধ্য করেন না।"[৯৩]

ঘ. প্রচলিত ভুলের সঠিক মাসআলা :

১. সমস্ত দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেও তার সিয়াম শুদ্ধ হবে। কেননা ঘুমের মাধ্যমে (শরীরের) অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যায় না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করা উচিত নয়। যদি কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ দিন সংজ্ঞাহীন থাকে, তাকে অবশ্যই সে দিনের সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে। কেননা সংজ্ঞাহীনতার মাধ্যমে অন্তরের নিয়্যাত আর বাকী থাকে না। রাসূল ﷺ-এর হাদীসে অর্থের ব্যপকতা রয়েছে।

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

"সমস্ত কাজ-কর্মের সওয়াব নিয়্যাতের (অন্তরের সংকল্পের) উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে মনে নিয়্যাত করে থাকে।"[৯৪]

২. কোনো ব্যক্তি দিনে ভুলে পানাহার করলে তার সিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ ভুলে যাওয়া তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

নাবী কারীম ﷺ বলেছেন :

«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

"রোযাদার যদি ভুল করে খায় বা পান করে তাহলে সে সিয়াম পূর্ণ করবে। কারণ মহান আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।"[৯৫]

---

[৮৯] *সুনান তিরমিযী হা: ২৫১৮, সহীহ*
[৯০] *মাজালিসু শাহরি রামাযান- পৃ: ১/৫২০*
[৯১] *ফাতহুল বারী- ১৬১/৪।*
[৯২] *তিরমিযী- ৭২০, সুনান আবূ দাউদ- ২৩৮০, ইবনু মাজাহ্ হা: ১৬৭৬*
[৯৩] *সূরা বাকারা আয়াত: ২৮৬*
[৯৪] *সহীহ বুখারী হা: ১*

৩. কোনো রোযাদারের যদি দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে তিনি গোসল করবেন ও সিয়াম রাখবেন এবং তার সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

"কোনো ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না।"[৯৬]

৪. স্ত্রী সহবাস বা স্বপ্নদোষের পর নাপাকি অবস্থায় যদি কোনো রোযাদারের ফজরের সময় হয়ে যায়, তাহলে তার সিয়াম শুদ্ধ হবে। 'আয়িশাহ্ ও উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

"স্বপ্নদোষ ছাড়াই কখনও কখনও নাবী ﷺ-এর জুনুবি অবস্থায় ফজর হয়ে যেত। অতঃপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে গোসল করতেন এবং সিয়াম রাখতেন।"[৯৭]

৫. গোসল অথবা কুলি করা কিংবা নাকে পানি দেওয়ার সময় অনিচ্ছায় গলায় পানি প্রবেশ করলে সিয়াম নষ্ট হবে না। একইভাবে মাছি বা রাস্তার ধুলোবালি কিংবা আটা-ময়দা বা অনুরূপ অন্য কিছু গলায় প্রবেশ করলেও সিয়াম নষ্ট হবে না।

৬. ফজরের ওয়াক্ত হওয়া অস্পষ্ট এবং ফজর হওয়ার বিষয়ে মনে সন্দেহ নিয়ে পানাহার করলে সিয়াম শুদ্ধ হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

"এবং প্রত্যুষে কৃষ্ণ রেখা হতে শুভ্র রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান করো; অতঃপর রাত সমাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ করো।"[৯৮]

৭. রোযাদারের শরীর থেকে রক্ত বের হলে যেমন- নাক হতে রক্ত নির্গত এবং (মহিলাদের) ইস্তেহাযার রক্ত এবং অনুরূপ অন্যান্য রক্ত বাহির হলে সিয়াম নষ্ট হবে না। (কঠিন রোগে) রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হলে রক্ত দানে রোযাদারের সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না।[৯৯]

[৯৫] *সহীহ বুখারী হা: ১৯৩৩*
[৯৬] *সূরা বাকারা আয়াত: ২৮৬*
[৯৭] *ফাতহুল বারী- ১৫৩/৪*
[৯৮] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৭*
[৯৯] *মাজমু'আ ফাতাওয়া- ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ), ৫/২৫৩)*

ঙ. যাদের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ :

১. মুসাফিরের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ। তবে সেই দিনগুলোর সিয়াম পরে পূর্ণ করে নিবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে অর্থাৎ পরে কাযা আদায় করে নিবে ।"[১০০]

২. রুগ্ন ব্যক্তির জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ। তবে উক্ত দিনগুলোর সিয়াম পরবর্তীতে পূর্ণ করে নিতে হবে। একইভাবে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী যদি তাদের নিজের বা সন্তানের প্রতি ক্ষতি হওয়ার ভয় করেন, তাহলে তারা উভয়ে সিয়াম ছেড়ে দিয়ে পরে তা কাযা আদায় করবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে, তার জন্য অপর কোনোদিন হতে গণনা করবে।" প্রাগুক্ত

সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ হবে এমন কঠিন রোগে যা নিয়ে সিয়াম রাখা সম্ভব নয় অথবা সিয়ামের মাধ্যমে রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। কিংবা রোগ নিয়ে সিয়াম রাখলে সিয়াম রাখা তার জন্য কষ্টকর হবে অথবা সিয়াম রাখলে রোগমুক্ত হতে দেরি হতে পারে।[১০১]

৩. ঋতুবর্তী ও প্রসূতি নারীর জন্য সিয়াম রাখা বৈধ নয়। তারা উভয়ে রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ করে অন্য সময় তা কাযা আদায় করে নিবেন। তারা যদি সিয়াম রাখেনও তবুও সিয়াম বৈধ হবে না। আহলে 'ইল্মগণ এ বিষয়ে সকলেই একমত। "আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যপার ঋতুবর্তী নারীগণ সিয়ামের কাযা আদায় করে থাকেন অথচ নামায কাযা করেন না? 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন : তুমি কি হারুরীয়া-খারেজী? তিনি উত্তরে বলেন : আমি হারুরীয়া নই। তবে আমি জানার জন্য আপনাকে প্রশ্ন করছি। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন : "আমাদেরকে তা

[১০০] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৪*
[১০১] *আল মুগনী লি ইবন কুদামাহ- ৪০৩/৪*

আঘাত করত এমতাবস্থায় সিয়াম কাযা আদায় করার আদেশপ্রাপ্ত হতাম এবং নামায কাযা আদায় করার আদেশপ্রাপ্ত হতাম না।"[১০২]

বিবিধ মাসআলা : ১. নিজ দৃষ্টিতে বা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির সংবাদের ভিত্তিতে সূর্য ডুবে যাওয়া প্রমাণিত হওয়ার সংবাদের সাথে সাথে দ্রুত ইফতার করা উত্তম। দ্রুত ইফতার করা হাদীসের অনুসরণ করা প্রমাণ করে, আর দেরিতে ইফতার করা শরী'আতে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করা প্রমাণ করে।

সাহল ইবনে সা'দ এর ﷺ হাদীস:

لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ عَلٰى سُنَّتِيْ مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُوْمَ.

"যতদিন আমার উম্মাত আসমানের তারকাসমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠা পর্যন্ত ইফতারে দেরি করবে না, ততদিন তারা আমার সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"[১০৩]

২. কোনো ব্যক্তি যদি সিয়াম অবস্থায় ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। আহলে 'ইল্মদের এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾

"যে কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে তার সমস্ত কাজ অবশ্যই বিফলে যাবে।"[১০৪]

৩. যে ব্যক্তি তার সিয়াম ভঙ্গের নিয়্যাত করে, উলামার দুটি মতের সঠিক মতানুযায়ী তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সিয়াম এমন একটি 'ইবাদত, যার শর্ত হলো 'ইবাদতের সকল অংশে নিয়্যাতকে জারি রাখা। সিয়ামের শর্ত বিলুপ্তির কারণে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।

নাবী কারীম ﷺ বলেন:

"সমস্ত কাজ-কর্মই নিয়্যাতের (সংকল্পের) উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়্যাত করে থাকে।"[১০৫]

৫. শিঙ্গা ব্যবহার করে রোযাদারের রক্ত বাহির করলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং এ বিষয়ে ওলামার দুটি মত। সঠিক মতানুযায়ী রোযাদার শিঙ্গা লাগাবে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সাওবান ﷺ থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম ﷺ বলেন : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ»

"যে শিঙ্গা লাগালো আর যার শরীরে শিঙ্গা লাগানো হলো উভয়েই সিয়াম ভঙ্গ করে ফেলেছে।"[১০৬]

৬. (রোযাদারের) চোখে যদি ওষুধের ফোঁটা ব্যবহারের ফলে পাকস্থলি বা কণ্ঠনালীতে পৌঁছে তাহেল সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।[১০৭]

সিয়াম সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত মাসআলা বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত হলো। বিস্তারিত জন্য শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল-জিবরীন রহিমাহুল্লাহ'র "প্রশ্নোত্তরে সিয়াম"; শাইখ আব্দুল আযীয আল-রাজেহী রহিমাহুল্লাহ'র "রোযার আহকাম ও মাসায়েল" বই দুটি পড়া যেতে পারে, বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে রামাযান মাসের মর্যাদা রক্ষা করে তার হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❑❑

আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম যখন উপত্যকার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমরা জোরে জোরে তাকবির ও তাহলিল পড়লাম, এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে মানবমন্ডলী! তোমরা নিজের আত্মার সাথে কোমলতা অবলম্বন কর (আওয়াজ ছোট কর) কারণ তোমরা যাকে ডাকছ তিনি বধির ও অনুপস্থিত নন, বরং তিনি তোমাদের অতি নিকটে ও উত্তম শ্রোতা)

সহীহ বুখারী হা: ২৮৩০, সহীহ মুসলিম হা: ২৭০৪

[১০২] *হাদীসটি ইমাম বুখারী কিতাবুস সিয়ামে ঋতুবতীর রোযা ত্যাগ করার অধ্যায়ে (ফাতহুল বারী- ৪২১/১) এবং মুসলিম ঋতুবতীর রোযা কাযা করা ওয়াজিব তবে নামায ব্যতীত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।*

[১০৩] *সহীহ ইবনে খুযায়মাহ, হা. ২০৬১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা. ৩৫১০*

[১০৪] *সূরা মায়িদা আয়াত: ৫*

[১০৫] *সহীহ বুখারী হা: ১*

[১০৬] *সুনান আবূ দাউদ হা: ২৩৬৭, সহীহ*

[১০৭] *ফাতাওয়া ইবনু 'উসাইমিন (রাহিমাহুল্লা-হ)- পৃ: ১/৫২০*

ইসলামে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইউসুফ নিজামী ★

(পর্ব-৩)

দ্বিতীয় প্রকারঃ আল-ক্বালবুস সালীম القلب السليم বা ক্বালবুল মুমিন القلب المؤمن *

আল-ক্বালবুস সালীম' মানে হচ্ছে সুস্থ, সঠিক ও বিশুদ্ধ ক্বালব। যার মাঝে পাপ পঙ্কিলতার কোন কালো দাগ নেই। যেন তার মধ্যে একটি উজ্বল বাতি জ্বলছে আর এটা হচ্ছে মুমিনদের ক্বলব।

কোন প্রকার রোগ তাকে আক্রান্ত করতে পারেনি। কোন জীবাণু তার মধ্যে প্রবেশ করেনি। সকল প্রকার ভাইরাস থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না; কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।[১০৮]

এ আয়াতে সুস্থ ক্বালব বলতে পাপ পঙ্কিলতা ময়লা ও শিরকমুক্ত কলবকে বোঝানো হয়েছে।

হাদীসের ভাষায় এ ধরনের কলবকে সুস্থ কলব বলা হয়েছে।

و قال سعيد بن المسيب : القلب السليم هو القلب الصحي و هو قلب المؤمن . لأن قلب الكافر و المنافق مريض . قال الله : في قلوبهم مرض.

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, ক্বালবে সালীম হলো সুস্থ কলব। আর তা হচ্ছে মুমিনের ক্বালব। কেননা কাফের ও মুনাফেকদের কলবকে কুরআনে রুগ্ন ক্বালব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবনে কাসীর অত্র আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য। ক্বালবে সালীমের সমার্থক আরো দুটি নাম রয়েছে। একটি হলো আল ক্বালবুল মুনীব। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾

যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হতো।[১০৯]

তৃতীয় প্রকারঃ আল-ক্বালবুল মাখতুম বা কাফেরের ক্বালব।

القلب المختوم /القلب الميت / قلب الكافر

মানুষ গুনাহের কাজ করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন ভালোমন্দ পার্থক্য করার কোন ক্ষমতা থাকে না। ন্যায়-অন্যায় বিভেদ করার মতো সুস্থ মানসিকতার অবসান ঘটে। যার ফলে তারা অপরাধে লিপ্ত হয়। এ পর্যায়ে যখন উপনীত হয় তখন ঐ ক্বালবকে সীলগালাকৃত ক্বালব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।[১১০]

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন বিধায় তারা অন্যায় করছে, বরং তারা অন্যায় করতে করতে এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যখন তাদের আর কোনো হেদায়েত লাভ করার সুযোগ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾

অনন্তর আমি নূহের পরে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি। তারপর তাদের কাছে তারা প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি

মুদাররিসঃ আল আরাবিয়াতুস সালাফিয়া ও তাহফিযুল কুরআন মাদ্রাসা কৈ পাড়া বগুড়া।

[১০৮] *সূরা আশ শুআরা আয়াত: ৮৮-৮৯*

[১০৯] *সূরা কাফ আয়াত: ৩৩*

[১১০] *সূরা আলে বাকারা আয়াত: ৭*

হয়নি যে, ঈমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতঃপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এভাবেই আমি মোহর এঁটে দেই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরসমূহের ওপর।[১১১]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾

এগুলো হলো সেসব জনপদ যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর নিশ্চিতই ওদের কাছে পৌছেছিলেন রাসূল নিদর্শন সহকারে। অতঃপর কস্মিনকালেও এরা ঈমান আনবার ছিল না, তারপরে যা তারা ইতঃপূর্বে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন।[১১২]

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আরো বলেনঃ

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾

যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের একজন আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন।[১১৩]

যখন তারা এ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তারা সত্যকে সত্যরূপে দেখে না, সত্যকে বোঝার চেষ্টা করে না, এদেরকে পবিত্র কুরআনে পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তার চেয়ে নিকৃষ্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না।

তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।[১১৪]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

এরাই তারা, আল্লাহ তা'আলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কাণ্ডজ্ঞানহীন।[১১৫]

চতুর্থ প্রকারঃ আল ক্বালবুল গাফেল القلب الغافل বা قلب فيه إيمان و نفاق মিশ্র ক্বালব।

অমনোযোগী বা উদাসীন ক্বালব। এদের কাছে আল্লাহর বিধানের কোন তোয়াক্কা নেই। এ ধরনের লোকদের ক্বালব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় এরা মাঝেমধ্যে নেক আমল করে, আবার মাঝেমধ্যে গুনাহ করে। কখনো তাওবাহ করে। এ প্রকার মানুষের সংখ্যাই বেশি। একজন মানুষ মাঝেমধ্যে গুনাহ করে আবার মাঝেমধ্যে তাওবাহ করে, এতে সে নিজের পরিচয় কুরআন থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো। কেননা কুরআনের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?[১১৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে বলেনঃ

[১১১] *সূরা ইউনুস আয়াত: ৭৪*
[১১২] *সূরা আরাফ আয়াত: ১০১*
[১১৩] *সূরা মু'মিন আয়াত: ৩৫*
[১১৪] *সূরা আরাফ আয়াত: ১৭৯*
[১১৫] *সূরা নাহল আয়াত: ১০৮*
[১১৬] *সূরা আম্বিয়া আয়াত: ১০*

﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

আর কোনো কোনো লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শিগগিরই আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।[১১৭]

এ প্রকার লোকদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। আর যারা তওবা না করে তাদের অন্তর ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেনঃ

قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

হুযাইফাহ্ (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, চাটাই বুননের মতো এক এক করে ফিত্না মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়বে। এমনি করে দুইটি অন্তর দুই ধরনের হয়ে যায়। এটি সাদা পাথরের ন্যায়; আসমান ও জমিন যতদিন থাকবে ততদিন কোনো ফিত্না তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো সাদা মিশ্রিত কলসির ন্যায়, তার প্রবৃত্তির মধ্যে যা গেছে তা ছাড়া ভাল-মন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ক্বালবের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও তার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এখন আলোচনা করা হবে কীভাবে মানুষের অন্তরে রোগ প্রবেশ করে।

প্রথম কারণ : فضول المخالطة সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে বেশি থাকা।

যেসব কারণে মানুষের অন্তর ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় তার অন্যতম কারণ হলো সাধারণ মুর্খ ও অসৎ লোকের সংস্পর্শে বেশি থাকা। যা পূর্বের হাদীসেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশেষ করে আরব অশিক্ষিত বেদুইন ও পীর-ফকিরের গোঁড়া অন্ধ অনুসারী লোকদের থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। কেননা পবিত্র কুরআনে এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

বেদুইনরা কুফর ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী।[১১৮]

সত্যিকারে আজ বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে, কিছু অশিক্ষিত লোক যারা পীর-ফকির-দরবেশ সেজে সমাজের মানুষকে ধর্ম সম্পর্কে এমন কিছু বলে যা নবী ﷺ কোন দিন বলেননি বা আল-কুরআনেও নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো যখন তাদেরকে বলা হয় যে, এসব কথা রাসূল ﷺ-এর বাণী না বা আল্লাহর কিতাবেও বর্ণিত হয়নি তখন তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদারা কি তাহলে ভুল করে গেছে বা তারা কি ধর্ম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখতেন না। এমনি তারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে সত্যকে এড়িয়ে চলে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিফাজত করুন।

সমাধান : যে কোন লোকের সংস্পর্শে থাকার জন্য শরীয়ত একটা নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে আর তা হ'ল, আল্লাহ তা'আলার জন্য কাউকে ভালোবাসা আর আল্লাহ তা'আলার জন্য কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করা।

যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন,

[১১৭] *সূরা তাওবা আয়াত: ১০২*

[১১৮] *সূরা তাওবা আয়াত: ৯৭*

عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب في الله و البغض في الله...

বর্ণনাকারী আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা আর আল্লাহর জন্য কারো সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা।

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর বিধান পালনে কোনো ব্যক্তি যদি দ্বিমত পোষণ করে বা ধর্ম পালনে অন্যকে বাধা প্রদান করে তাহলে উক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে যাওয়া ইসলাম নিষেধ করেছে। ইসলাম সৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকতে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।[১১৯]

(ক) আল্লাহর দুশমনদের থেকে দূরে থাকতে হবে নচেৎ ধীরে ধীরে ওদের মতোই একজন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।[১২০]

(খ) মূর্খ ও বিভিন্ন পীর-ফকির-দরবেশ ও তাদের মনগড়া তরিকার অন্ধ অনুসারী লোকদের সঙ্গে তর্কে না জড়ানো। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বিশেষ মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, মুমিনরা সর্বদা জাহেল অজ্ঞ লোকদেরকে সালাম দিয়ে এড়িয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।[১২১]

যেসব কারণে মানুষের অন্তর ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় তার মাঝে আরও একটি কারণ হলো বেশি খাওয়া। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খাওয়া-দাওয়া করার আদেশ করেছেন। কিন্তু বেশি খেয়ে অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।[১২২]

অনেক সময় খাবার খেতে বসে খাবারের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে অনেকে বলেন, এটি খেয়ে নিন, না খেলে খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে খাবার নষ্ট হওয়ার ভয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলে, অথচ এতে একদিকে যেমন খাবার নষ্ট হয় অপরদিকে পেটও নষ্ট হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا سَمِعَتِ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ ".

[১১৯] *সূরা তাওবা আয়াত: ১১৯*
[১২০] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ২৮*
[১২১] *সূরা ফুরকান আয়াত: ৬৩*
[১২২] *সূরা আরাফ আয়াত: ৩১*

মিকদাম বিন মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, মানুষ পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। (যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য উঠানো কোন ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়)। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোন ব্যক্তির নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয়, তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে। [১২৩]

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন যে, মানুষের মধ্যে বিপরিতমুখী দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একদিকে বাঁচার জন্য খাওয়ার প্রয়োজন যা পশুর স্বভাব। অপরদিকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা প্রয়োজন যা ফেরেস্তাদের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে পশুর বৈশিষ্ট্যকে কম গুরুত্ব দিয়ে ফেরেস্তাদের বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ। কাফের মুশরিক ও পেট পূজারীরা পশুর বৈশিষ্ট্য কে অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফের, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।[১২৪]

এরা মূলত আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ ভোগ বিলাসকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে নেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾

আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। [১২৫]

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ঢিল দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ﴾

কাফেরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী।[১২৬]

আখেরাতে এদের জন্য কোন ভোগের ব্যবস্থা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্যরয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[১২৭]

(গ) সৎ লোকের সংশ্রবে বেশি বেশি সময় কাটানো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।[১২৮]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী লোকের সংস্পর্শে থাকার কথা বলেছেন। কোনো ভণ্ড মাজার

[১২৩] *সুনান ইবনে মাজাহ হা: ৩৩৪৯*
[১২৪] *সূরা মুহাম্মাদ আয়াত: ১২*
[১২৫] *সূরা মুমিনুন আয়াত: ৩৭*
[১২৬] *সূরা মুরসালাত আয়াত: ৪৬*
[১২৭] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ৭৭*
[১২৮] *সূরা আল- হুজুরাত আয়াত: ১৫*

পূজারী বা কোনো অসৎ লোকের সংস্পর্শে থাকতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ-অবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।[১২৯]

দ্বিতীয় কারণ, **فضول الكلام** অতি কথন।

যেসব কারণে মানুষের অন্তর ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় তার মাঝে আর ও একটি কারণ হলো বেশি কথা বলা। মুমিনরা আগে চিন্তা করে, এরপর কথা বলে, আর মুনাফিকরা আগে কথা বলে এরপর চিন্তা-ভাবনা করে।

মুমিনরা চিন্তা বেশি করে আর কথা কম বলে, কিন্তু মুনাফেকরা চিন্তা কম করে কিন্তু কথা বেশি বলে। আর বেশি কথা বললে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বেশি কথা বললে অন্তর ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي " .

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার যিকির ছাড়া বেশি কথা বলো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার যিকির ছাড়া বেশি কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ তা'আলা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে।[১৩০]

সমাধান : একজন মুমিন কথা বললে ভালো কথা বলবে নচেৎ চুপ থাকবে। আর এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ " .

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানদের সমাদর করে।[১৩১]

উক্ত হাদীসে কথা কম বলার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। তিনটি সময় কথা বলা আর বাকি সময় কথা বলা হতে বিরত থাকা শ্রেয়।

১. নিজ প্রয়োজনে কথা বলা। যেমন, খাবারের প্রয়োজন হলে খাবার চাওয়া বা ব্যক্তিগত কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তা পূর্ণ করা।

২. ইবাদত বন্দেগি করার সময় কথা বলা। যেমন, সালাত আদায়ের সময় কথা বলা, যিকির করার সময় কথা বলা ইত্যাদি।

৩. সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের বাধা প্রদানের সময় কথা বলা।

উক্ত তিনটি সময় ছাড়া মুমিনের বাকি সময় কথা বলার প্রয়োজন হয় না। কথা কম বলার মাধ্যমে অন্তর ভালো থাকে এবং অন্তর নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

[১২৯] *সূরা লোকমান আয়াত: ১৫*

[১৩০] *(যঈফ) জামে' আত-তিরমিযী হা: ২৪১১*

[১৩১] *সহীহ মুসলিম হা: ৭৭*

সামাজিক ক্ষেত্রে সূরা আল-হুজুরাত

মোঃ আব্দুর রহমান *

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে অনেক জাতি সৃষ্টি করেছেন। তাদের মাঝে মানব জাতিকে করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমনিভাবে করেছেন শিক্ষার দিক দিয়ে তেমনি করেছেন গঠনগত দিক দিয়ে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা সুরা ত্বীনে উল্লেখ করেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অর্থ: অবশ্যই আমি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। আর আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা একাকি বসবাস করতে পারে না। তাদেরকে সামাজিকভাবে বসবাস করতে হয়। যেমনটি আমরা দেখতে পাই আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করার পর সকল নিয়ামত দিলেও একাকীত্ব অনুভব করলেন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে তার সঙ্গীর জন্য আবেদন করলেন। আর তখন আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালাম-এর জীবনসঙ্গী হিসেবে সৃষ্টি করলেন আদিমাতা হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না এবং বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের তাগিদে মানুষকে সামাজিকভাবে বসবাস করতে হয়।

আর আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানব জাতিকে সামাজিক জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তাদের সামাজিকভাবে চলার জন্য বেশকিছু নিয়মও দিয়েছেন। আর এগুলো নাযিলের ক্ষেত্রে তিনি যুগে যুগে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

অর্থ: আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।[১৩২]

অধ্যক্ষ, জামি'আ দারুল ইহসান আল আরাবিয়্যাহ কালনী, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

আর ঠিক সেভাবেই একখানা ঐশী গ্রন্থসহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী বিপথগামী মানুষদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, উত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক, নবীকুল শিরোমনি, বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক, প্রিয়নবী, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনৈক্য জর্জরিত জাতিকে আল্লাহর ওহীর আলোকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল মহাজাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন।

মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনের সামগ্রিক দিক তুলে ধরে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (Maciver) এবং সি. এইচ. পেজ (C,H, Page) সোসাইটি (Society) গ্রন্থে বলেছেন, Man is dependent on society for protection, comfort, nurture, education, equipment, opportunity and the multitude of definite services which society provides. His birth in society brings with in the absolute need of society itself.

অর্থ: মানুষ সুরক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্য, লালনপালন, শিক্ষা, সরঞ্জাম, সুযোগ এবং সুনির্দিষ্ট পরিসেবাগুলোর বহুসংখ্যক সমাজের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজে তার জন্মই সমাজের স্বয়ং নিরঙ্কুশ প্রয়োজন নিয়ে আসে।[১৩৩]

মানুষ যেন আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সামাজিক জীবনে সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেজন্য আল্লাহ তার ঐশী বিধানসহ যুগে যুগে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অগণিত নবী, রাসূল প্রেরণ করেছেন।

মাইকেল এইচ, হার্ট যথার্থই বলেছেন, 'my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels'. পৃথিবীর সবচাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় যার নাম সর্বাগ্রে স্থান পেতে পারে, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। তিনিই হচ্ছেন ইতিহাসের সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেন। আর চ্যালেঞ্জিং ঐশী গ্রন্থের নাম মহাগ্রন্থ আল

[১৩২] *সূরা হাদীদ আয়াত: ২৫*
[১৩৩] *ঢাকা কুরআন মহল (জুলাই, ১৯৯৯) পৃষ্ঠা: ৭৩*

কুরআন। যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে গ্রন্থের নির্ভুলতার প্রমাণে আল্লাহ তার নিজের ভাষায় চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, 'এটা সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই'।[১৩৪] এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার উপর অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস।[১৩৫]

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে তার আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, রীতি-নীতি, মন-মানসিকতা, স্বভাব-চরিত্র কেমন হবে তা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি মানুষের সমাজ জীবনে চলার পথের উত্তম পাথেয় হিসাবে কিছু মহামূল্যবান আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচার নীতি বিশেষতঃ সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কিত নিয়ম কানুনের অবতারণা করেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ৪৯তম সূরা 'সূরাতুল হুজুরাতে'। সেসব শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হল :

প্রথমতঃ মানুষের সার্বিক জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা :

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআন মাজিদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যেমন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের, অতঃপর তোমরা যদি কোন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।[১৩৬]

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

'বলুন! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, বস্তুত যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না'।[১৩৭]

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দুবার পুরস্কার প্রদান করব এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক রিজিক প্রস্তুত করে রেখেছি'।[১৩৮] অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে না, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ বলেন:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমালঙ্ঘন করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি'।[১৩৯] রাসূল ﷺ বলেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى...قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করেছে সে ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল কে আপনাকে অস্বীকার করেছে? তিনি উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে, সে অস্বীকার করেছে'।[১৪০]

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ঈমানের একটি মৌলিক দাবি। বস্তুত মুসলিম সমাজে যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব বা প্রভু ও তার রাসূলকে স্বীয় পথ প্রদর্শক ও নীতিনির্ধারক হিসাবে মেনে নেয় এবং সে যদি এ বিশ্বাসে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হয় তাহলে তার নিজের মত ও চিন্তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালার ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার কিংবা নিজের ইচ্ছানুযায়ী খেয়াল খুশিমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দুঃসাহস কখনোই দেখাতে পারে না। সর্বোপরি

[১৩৪] *সূরা বাকারা আয়াত: ২*
[১৩৫] *সূরা বাকারা আয়াত: ২৩*
[১৩৬] *সূরা নিসা আয়াত: ৫৯*
[১৩৭] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ৩২*
[১৩৮] *সূরা আহযাব আয়াত : ৩১*
[১৩৯] *সূরা নিসা আয়াত: ১৪*
[১৪০] *সহীহ বুখারী হা: ৭২৮০ , মিশকাত হা: ১৪৩*

মানব জীবনের সব ক্ষেত্রেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যকে নিঃশর্তভাবে অবনত মস্তকে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করে নেয়া তার একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলার এ অমোঘ বিধানটি মুসলমানদের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। এটা তাদের সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপারেও সমধিক প্রযোজ্য। মূলত এটা ইসলামি আইন বিধানের একটি মৌলিক দাবি।

দ্বিতীয়তঃ আদব কায়দা শিক্ষা করা:

রাসূল ﷺ-এর মজলিসে যারা বসতেন এবং তার খিদমতে যারা হাজির থাকতেন, তাদের আদব কায়দা শিক্ষা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ () يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ () إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

(১) 'হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (২) হে মুমিনগণ তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করোনা এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চঃস্বরে কথা বলো, তার সাথে সেরূপ উচ্চঃস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা বুঝতে পারবে না। (৩) যারা রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার"।[১৪১]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর শানে নুযুল সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে ইবনু আবি মুলাইকা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা বনি তামিম গোত্রের কিছু লোক রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হন। এ গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে, এ বিষয়ে তখন আলোচনা চলছিল। এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কা'কা ইবনে মা'বাদের নাম প্রস্তাব করেন এবং হযরত ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আকরা ইবনু হাবেসের নাম প্রস্তাব করেন। ফলে দু'জনের মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তায় মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উপনিত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।[১৪২]

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী পাঁচটি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وهي كلها صحيحة تدخل تحت العموم সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলো আয়াত ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত।[১৪৩] তা হতে একটি ঘটনা সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে প্রথমেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মুসনাদে বাযযার গ্রন্থে উল্লেখ আছে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না'। আয়াতটি অবতীর্ণ হলে সাহাবীদের অবস্থা এরূপ হয়েছিল যে, হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর কসম! এখন হতে আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথা বলব।[১৪৪] সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, لا ترفعوا أصواتكم আয়াতটি অবতীর্ণের পর থেকে হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই তাকে পুণরায় জিজ্ঞাসা করা হত।[১৪৫]

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সাহাবী হযরত সাবেত বিন কায়েসের কণ্ঠস্বর আজন্ম উচ্চ ছিল। তিনি এ আয়াতটি শ্রবণ করে বলতে লাগলেন আমি জাহান্নামী। আমার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চিন্তান্বিত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকতে লাগলেন। অবশেষে সংবাদ প্রাপ্তির পর রাসূল ﷺ তাকে আশ্বাস বাণী প্রদানের পর তিনি শান্ত হন এবং তার স্বর নীচু করে ফেলেন।[১৪৬]

আলোচ্য আয়াতসমূহে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। (১) রাসূল ﷺ-এর স্বর অপেক্ষা উচ্চস্বরে কথা বলার কুফল। (২) রাসূল ﷺ-এর স্বর অপেক্ষা নিম্ন স্বরে কথা বলার সুফল। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন;

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ

---

১১ *সূরা আল-হুজুরাত আয়াত: ১-৩*

১২ *তাফসীর ইবনে কাসীর*
১৩ *তাফসীরে কুরতুবী*
১৪ *তাফসীর ইবনে কাসীর*
১৫ *তাফসীরে কুরতুবী*
১৬ *ইবনে কাসীর*

أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চঃস্বরে কথা বলো, তার সাথে সেরূপ উচ্চঃস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে আর তোমরা বুঝতেও পারবেনা। যারা রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার"।[১৪৭] কাজেই নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চঃস্বরে কথা বলা আদৌ উচিৎ নয়।

এক্ষণে এ কথা বলা যায় যে, এই রীতিনীতি যদিও রাসূল ﷺ-এর সময়ে তার মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল, তাই বলে কেবলমাত্র উক্ত নিয়ম কানুন সেই যুগের সেই সকল লোকদের জন্য নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ নয়। অদ্যাবধি আমাদের সমাজে সবক্ষেত্রেই এ ধরনের আদব-কায়দা ও রীতিনীতি সকলের জন্য আবশ্যকীয় অনুসরণীয়। কাজেই যখন রাসূল ﷺ সম্পর্কে কোন বিষয়ের উল্লেখ করা হবে বা তার মুখনিঃসৃত অমিয় বাণী পাঠ করা হবে বা তার কোন ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত শোনানো হবে তখন সকলের জন্য উক্ত নিয়মনীতি অনুসরণীয়। এতদ্ব্যতীত আলেম ও ধর্মীয় নেতা এবং ওস্তাদ ও বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বিদের বেলায়ও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত উচিৎ। তাফসীরে কুরতুবি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নবীগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে নবীগণের ওপর অগ্রণী হওয়ার নিষেধাজ্ঞায় যেমন আলিমগণ শামিল আছেন, তেমনি কণ্ঠস্বর উচু করার বিধানও তাই। আলিমগণের মজলিসে এত উচ্চ স্বরে কথা বলা যাবে না যাতে তাদের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। কোন কোন আলেম এটাকে অপছন্দনীয় কাজ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১৪৮]

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, তা হল, কাজী আবু বকর ইবনু আরাবী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ-এর সম্মান ও আদব তার মৃত্যুর পরও ওয়াজিব। যেমন ওয়াজিব ছিল তার জীবদ্দশায়। তাই কোন কোন আলেম বলেন, তার পবিত্র কবরের পাশে উচ্চঃস্বরে সালাম, কালাম করাও আদবের খেলাফ।[১৪৯]

তাবেঈগণের মধ্য হতে বিশিষ্ট একজন তাবেঈ একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে দু'জন লোকের পরস্পরের মধ্যে উচ্চঃস্বরে কথাবার্তা বলতে শুনে তাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা কোথায় এরূপ কথাবার্তা বলছ তাকি জানো? অতঃপর বললেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়? উত্তরে তারা বলল, তায়েফে। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি তোমাদের বাড়ি মদীনায় হত তাহলে তোমাদের কঠিন শাস্তি দিতাম। এজন্য আলেমগণ বলেছেন, রাসূলের কবরের পাশে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলা অপছন্দনীয় কাজ। যেমন তার জীবদ্দশায় অবৈধ ছিল।[১৫০]

তৃতীয়তঃ অজ্ঞতা বর্জনপূর্বক ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা: মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবদ্দশায় যেসব লোক তার সহচর্যে থেকে ইসলামী রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তারা নবীর সময়ের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল রাখতেন। কিন্তু তদানীন্তন আরবের সাধারণ পরিবেশ ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণ মানুষ কোন প্রকার ভদ্রতা ও শালীনতা জানত না। অনেক সময় এমন সব শালীনতা বিবর্জিত ও ভদ্রতাহীন অসামাজিক লোক তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসত যে, তাদের ধারণা ছিল- যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার ও সমাজ সংস্কারের কাজ করেন, তাদের কোন সময়ই বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। কাজেই যখন ইচ্ছা তখন এসে নবী-পত্নীদের গৃহের চারপাশে ঘোরাঘুরি করত, বাহির হতে নবী ﷺ-কে ডাকাডাকি শুরু করে দিত। ফলে নবী করিম ﷺ মনে মনে কষ্ট বোধ করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ঐসব অভদ্র ও শালীনতা বিবর্জিত অজ্ঞ লোকদেরকে কঠিন তিরস্কার করে অজ্ঞতা বর্জনপূর্বক শালীনতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দেয়ার জন্য ঘোষণা করলেন إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ। 'যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচু স্বরে ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশই বুঝে না। যদি আপনি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য্য ধারণ করত, তবে সেটা তাদের জন্য হত কল্যাণকর। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'।[১৫১]

মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হল, একদা বনি তামিম গোত্রের কিছু লোক যোহরের সময় রাসূল ﷺ এর খিদমতে আগমন করেন যখন তিনি গৃহে অবস্থান করছিলেন। তারা সভ্যতার অভাবে তার নাম

১৭ *সূরা আল-হুজুরাত আয়াত: ২-৩*
১৮ *তাফসীরে কুরতুবী*
১৯ *ইবনে কাসীর, কুরতুবী*
২০ *ইবনে কাসীর*
২১ *সূরা আল-হুজুরাত আয়াত: ৪-৫*

ধরে ডাকতে শুরু করে; يا محمد يا محمد أخرج إلينا 'হে মুহাম্মদ আপনি বাহিরে আসুন'। এরই প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১৫২]

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, আলেম ও মাশায়েখগণের সাথে এই রীতিনীতির ব্যবহার করা উচিৎ। রুহুল মা'আনি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সাহাবী ও তাবেঈগণ তাদের আলেমদের সাথে এরূপ আদব রক্ষা করেছেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি যখন কোন আলেম সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তার গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি বা দরজায় কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন তখন আমি তার কাছে হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন, হে রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনি দরজায় কড়া নেড়ে আমাকে এই সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বলতেন, আলেম ব্যক্তি কোন জাতির জন্য নবীসদৃশ। আল্লাহ তা'আলা নবী সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তার বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হযরত আবু উবাইদা (রহ:) বলেন, আমি কোনদিন কোন আলেমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দেয়নি। বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাৎ করব।[১৫৩]

উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, অজ্ঞতা বর্জনপূর্বক ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

চতুর্থতঃ অনুসন্ধান ব্যতীত কোন ফাসিক ও দুষ্কার্যকারীর প্রদত্ত সাক্ষ্য ও সংবাদে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা: এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও'।[১৫৪] যদিও এ বিধানটি একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারপরও বর্তমান সমাজে এ বিধানটি সমভাবে প্রযোজ্য। ঘটনাটি হল, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়ালিদ ইবনে উকবাকে বানি মুস্তালিক সম্প্রদায় হতে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। জাহেলী যুগে উক্ত সম্প্রদায়ের সাথে ওয়ালিদের শত্রুতা ছিল। ওয়ালিদ সেখানে যেতে কিছুটা শঙ্কাবোধ করলেন। তারা ওয়ালিদের আগমনবার্তা পেয়ে সংবর্ধনার জন্য অগ্রসর হলে তিনি (ওয়ালিদ) ধারণা করলেন, তারা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসছে। অতএব প্রত্যাবর্তন করে নিজ ধারণা অনুযায়ী রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, উক্ত সম্প্রদায়টি তো ইসলামবিরোধী হয়ে গেছে। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের অবস্থা অনুধাবণের জন্য খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেখানে প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে, ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দেখবে, তাড়াহুড়া করবে না। কার্যত তিনি তাদের থেকে আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পেলেন না। খালিদ প্রত্যাবর্তন করে তাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিশ্চিত করলেন। অতঃপর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১৫৫]

উপরোল্লিখিত ঘটনা হতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা ফাসেক ও দুষ্কার্যকারীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য ও সংবাদ অনুসন্ধান ব্যতীত গ্রহণ না করার জন্য আদেশ করেছেন এবং সাথে একথাও বলেছেন যে, এতে অজ্ঞাতসারে বা ভুলবশত তোমাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর প্রকৃতপক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল একটি ভিত্তিহীন সংবাদের উপর ভিত্তি করে এবং পরবর্তীতে একটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে তারা বেঁচে গিয়েছিল। এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে একটি নীতিগত হেদায়াত ও শিক্ষা দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহর এ নির্দেশটিতে শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বা বিধান প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য মুসলিম সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পক্ষে নিজ চারিত্রিক যোগ্যতার বলে বলীয়ান নন এমন ব্যক্তির দেয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কর্মপন্থা গ্রহণ করা আদৌ ঠিক নয়।

উল্লেখিত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, কোন ফাসেক্ব বা দুষ্কার্যকারী ব্যক্তির প্রদত্ত কোন সাক্ষ্য বা সংবাদ উত্তমরূপে অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত হঠাৎ করে সে বিষয়ের উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমাদের কখনোই উচিৎ নয়। **(চলবে ইনশাআল্লাহ)**

---

২২ ইবনে কাসীর
২৩ মা'আরেফুল কুরআন
২৪ সূরা আল-হুজুরাত আয়াত: ৬
২৫ ইবনে কাসীর

কবিতার সমাহার

الأبيات الشعرية

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা

-মো: গিয়াস উদ্দিন★

প্রভু, তব কুদরতে মোরে রাখ নিরাপদ,
তোমার রহমতে ঢেকে দাও মোর সম্পদ।
তব আনুগত্যে ভরাও তুমি আমার প্রাণ,
সর্বোত্তম আমলে কর মোর জীবনাবসান,
হে প্রভু, বিনিময়ে কর মোরে জান্নাত দান।

হে আল্লাহ, মোদের অন্তরে দাও ভালোবাসা,
মনোমালিন্য দূর করে তুমি দাও ভরসা;
পথ নির্দেশনা দাও দূর কর অমানিশা,
গোমরাহী দূর করে দাওগো আলোর দিশা,
অশ্লীলতা ঢেকে দাও পবিত্র কর অন্তর,
হিংসা দ্বেষ লোপ করে, দাও প্রীতি পুরস্কার।

হে প্রভু, সুস্থ রাখ চক্ষুকর্ম অন্তঃকরণ।
আমাদের বংশধর, পরিবার পরিজন।
তোমার পূর্ণ নেয়ামত তুমি কর মোরে দান,
শোকর করি নে'মতের, মোরা মুসলমান।
হে প্রভু, দীনের প্রতি রুজু রাখ মোর মন,

তোমার করুণায় রাখ মোরে সারা জীবন,
মযবুত রাখ মোরে যেন পিছলে না পড়ি,
সরল পক্ষভ্রষ্ঠ হয়ে যেন ভুল না করি।

পথের দিশা দাওগো প্রভু, পথ খুঁজে মরি,
হেদায়েতের পথ ছেড়ে ভ্রষ্ট হয়ে না পড়ি।

★ ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা

গরীবের প্রয়োজন

মুজাহিদ বিন আব্দুল বারী★

ঐ যে দেখ ছোট্ট কুটির
রহিম চাচার বাসা,
এই জীবনে কখনো তাদের
জোটেনি কারো ভালোবাসা!

গরীব বলে ধনীরা সব
তাকায় হীন চোখে,
পাশে এসে দাঁড়ায় না কেউ
কখনো তাদের দুখে!

কাজের সময় ডাকে সবাই
অন্য সময় নয়,
এই গরীবের প্রয়োজন বুঝি
শুধু কাজের সময় হয়!

সারাদিন করে কাজ
খেতে পায় ওরা দুবেলা,
গরীব বলে তাদের মোরা
কেন করি এত অবহেলা?

আল্লাহর আইনে ধনী-গরীব
অধিকার সবার সমান,
ধনীরা ধনী হওয়ার পেছনে
রয়েছে তাদের অবদান!

সবাই যদি ধনী হতো
থাকতো সবার ধন,
বুঝত তখন এই ধরাতে
গরীবের কত প্রয়োজন!!

★ কুল্লিয়া ১ম বর্ষ-এম এম আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

মুক্তিপথের গান

মোঃ আব্দুল হাই

ঝড় উঠেছে! প্রচন্ড ঝড়, উন্মাতাল সমুদ্র বক্ষে
তোমার ঈমানের তরী সেতো টালমাটাল,
ঈষাণকোণে জমে থাকা মেঘের প্রকোপে।
অনিঃশেষ আগমনে হতবিহ্বল মাঝি-মাল্লারা,
শত-সহস্র জনতার চেপে থাকা আত্মনাদে,
মনে হয় যেন হাজার বছরের প্রায়শ্চিত্যের প্রতিধ্বনি;
সমুদ্রের তৃষিত বক্ষে হারিয়ে যাবার আশঙ্কায় নয়,
স্বজনবিমুখ হয়ে লোকান্তরিত হবার এক অজানা আতঙ্কে।
হৃদয়ের স্মৃতিপটে চিরচেনা ছবিগুলো তাই;
মায়াবী আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে পরাজিত সৈনিকের ন্যায়
করুণ প্রতিচ্ছবি নিয়ে তোমায় ডাকে হে পথিকবর।
পালাবার, রুখবার পথ নেই কোনো!
আতঙ্কের সাড়াশী আক্রমনে ভয়কে পেয়ে বসেছে
বিষাদের কালো থাবায়; এমন কঠিন সময়ে বড়
প্রয়োজন তোমার!!
চারিদিকে যখন হাহাকার, হাল ধরে মাঝি তুমি, হাল ধরো
বলে বুকে সাহসের একখন্ড বরফশীতল কাঠিন্য নিয়ে;
অনমনীয় দৃঢ়তায় অটল থাকবে তুমি;
মৃতপুরীর অন্ধকার হাতছানিতে
এসো মাঝি, বজ্র শপথে হও আগুয়ান!
তোমার আগমনে বাঁচবে হাজারো শিশু,
যারাই একদিন হবে তোমার মতো দক্ষ নওজোয়ান
কান্ডারী।
উঠাও তোমার উন্নত শির, বাজাও তোমার আগমনী গান,
ভিরাও তোমার ভেরী, একটুখানি এগুলেই দেখ ঈমানের
তীর, নীলাকাশ যেখানে শুভ্রতার চাদর ছড়িয়ে আছে তব
প্রতিক্ষায়।
অভিনন্দিত করবে তোমায় শরতের শুভ্র মেঘখন্ডে।
আর দেরী নয়, শতবছরের অভিমান ভুলে মাঝি,
লাঞ্চিত জীবনের কষ্টগুলোকে বুকে চাপা দিয়ে
জাত্যভিমানের আড়ষ্টতাকে ভুলে গিয়ে
দেখাও তোমার ঈমানী তাকদ;
ভ্রান্তির কলোরবে মূর্ছিত ঐ জাতিকে শোনাও অসীম
আলোর পথ, অবলুপ্ত ঐ জাতি ভুলে যাক, শত
ভ্রান্তির মত।
যাত্রীরা এখনও দ্বিধান্বিত, হারিয়ে যাবার ক্ষণে,
ক্ষীণ বাঁচার আশায় যেথায় নেই দ্বন্দ্বের অবসান।
সেথায় তুমি শোনাও মাঝি মুক্তিপথের গান।

(আল্লাহ হাফেয)

আল-আযান

- ওমর ফারুক বিন মুসলিমুদ্দীন ★

একটি আহ্বান, একটি সুমধুর ধ্বনি
বারংবার ঢেউ তুলে মোর কর্ণে,
দয়াময় সুনিপুণ কারিগরের বাক্যবাণ
দরপতন মিলবে না কখনো স্বর্ণে।

ওহে সফরযাত্রী! শোনো, একটিই আহ্বান
দিবারাত্রি বেজে ওঠে দূর মিনার হতে,
যদিও সুখে কি বা দুখে থাকি অগম্য পথে
বিরক্তি নয়, তবুও বারবার মন চায় শুনতে।

সুখের জাগরণী ঢেউ তুলে কোমল মনে
শব্দকুশলী সেই আকর্ষণীয় গম্ভীর তান,
যতোই শুনি, প্রতীক্ষার প্রহর গুণি আবার শুনতে
শ্রবণে বড়োই মনোহর, তার যে কতো শান!

আসো, মুসলিম আসো, প্রভুর ডাকে সাড়া দিতে
ডাকছে ওখান হতে নিয়োজিত মুয়াযযিন,
মালিকের ইবাদতকে করে নাও অন্তঃকরণে বরণ
চিন্তা জাগাও মালিকের, হইও না আদমি মনোবলহীন।

আল্লাহর সৈনিক

মো: আব্দুল্লাহ আল আহসান★

আল্লাহ বিনা ডরিনা মোরা, মোদের কিসের ডর,
আমৃত্যু সত্যের পথে উজ্জিবিত মোদের কণ্ঠস্বর।
আসে যদি জুলুম চিৎকার করিয়া, জানাব তার প্রতিবাদ,
যতক্ষণ না পাই ন্যায্য অধিকার অথবা শাহাদাত।
মুসলিম মোরা আল্লাহর সৈনিক নই কারোও কেনা গোলাম,
চাহিয়া চাহিয়া দেখিবোনা মোরা ওঠে যদি ধর্মের নিলাস
মোদের মস্তক নত হবে শুধু, আল্লাহরই দরবারে,
বিনিময়ে যদি হয়ও দিতে প্রাণ, হবোনা নত কারোও তরে।

★ *ছাত্র: মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার।*
★ *ছাত্র: আল মা'হাদ আস সালাফী, খুলনা।*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

☞ প্রশ্ন (১) : রামাযান মাসে সিয়াম অবস্থায় করোনা প্রতিরোধক ভ্যাকসিন বা চিকিৎসামূলক কোন ইনজেকসন নেয়া যাবে কি? (জনাব ইয়াকুব আলী, মেঘনা, কুমিল্লা)

উত্তর : সিয়াম অবস্থায় করোনা প্রতিরোধ ভ্যাকসিন বা চিকিৎসামূলক কোন ইনজেকসন শরীরের মাংশপেশী বা রগে নেয়াতে কোন অসুবিধা হবে না। কেননা এটা পানাহারের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যদি রাতের বেলা নেয়া যায় তাহলে অতি উত্তম। অপরপক্ষে খাদ্য ও পুষ্টি জাতীয় ইনজেকশন সিয়াম অবস্থায় গ্রহণ করা বৈধ হবে না, কেননা তা পানাহারের অন্তর্ভুক্ত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।[১]

☞ প্রশ্ন (২) : অনেক সময় ঘুম হতে জাগতে বিলম্ব হলে সাহারী খাওয়ার বেশ সময় পাওয়া যায় না, তখন অল্প কিছু খেলে কি সাহারী খাওয়া বলে গণ্য হবে? উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন। (আশিক বিন আকম-আদমদীঘি, বগুড়া)

উত্তর : সাহারী খাওয়া সুন্নাহ ও বরকতময়। অতএব, সাহারী খাওয়ায় গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, শুধু পেটপুরে খেলেই সাহারী খাওয়া হবে, আর কম খেলে সাহারী খাওয়া হবে না বিষয়টি এমন নয়। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা সাহারী খাও যদিও এক ঢোক পানি দিয়ে হয়।[২]

অন্য হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ বলেন: মুমিন ব্যক্তির উত্তম সাহারী হল খেজুর।[৩]

অতএব সময়ের স্বল্পতা হোক বা সাধারণ অবস্থায় হোক এক গ্লাস দুধ, বা পানি অথবা কয়েকটি খেজুর খেলেই পুর্ণ সাহারী খাওয়া বলে গণ্য হবে এবং সাহারীর বরকত ও মর্যাদা লাভ করা যাবে ইন শা আল্লাহ।

☞ প্রশ্ন (৩) : অনেককে দেখা যায়, সূর্য অস্ত যাওয়া সত্ত্বেও ইফতার করেন না, বরং সংশয় দূর করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েক মিনিট বিলম্ব করেন, এটা কতটুকু সঠিক অনুগ্রহ করে জানাবেন।

-খোরশেদ মোল্লা- শালিখা, মাগুরা

উত্তর *সিয়ামের শেষ সীমা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :* ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ *অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর*[৪] *অর্থাৎ, রাতের শুরু হল সিয়ামের শেষ সীমা। আর রাতের শুরু হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :* وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ *সূর্য অস্ত গেলেই রোযাদার ইফতার করবে।*[৫]

অতএব সূর্য অস্তের সময় নিশ্চিত জানা থাকলে তখনই ইফতার করবে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা অবশ্যই ত্রুটি এবং অকল্যাণকর। রাসূল ﷺ বলেন : «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» *মানুষেরা যতদিন সময় হওয়ার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।*[৬]

সুতরাং সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করাই সুন্নাহসম্মত ও কল্যাণকর। অপরদিকে বিলম্বে ইফতার করা হল ইয়াহুদী ও শিয়াদের স্বভাব যা অবশ্যই বর্জনীয়।

☞ প্রশ্ন (৪) : যেসব কারণে সিয়াম নষ্ট হয়ে যায় তা সংক্ষেপে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বনি ইয়ামিন- বরগুনা সদর, বরগুনা

উত্তর : যেসব কারণে সিয়াম নষ্ট হয়ে যায় তা নিম্নরূপ : (১) জেনে বুঝে পানাহার করা, (২) স্বামী স্ত্রীর মিলন, (৩) স্বেচ্ছায় উত্তেজিত হয়ে বীর্যপাত ঘটানো, (৪) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, (৫) মেয়েদের হায়িয ও নিফাস শুরু হওয়া, (৬) জেনে-বুঝে ইফতার বা সিয়াম ভঙ্গ করার দৃঢ় নিয়্যাত করা। (৭) মুরতাদ হয়ে যাওয়া।[৭]

☞ প্রশ্ন (৫) : যে কোন কারণে সিয়াম ভঙ্গ হলেই কি কাযা এবং কাফফারা দিতে হবে? কাফফারা কীরূপ? বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

সাইদুল ইসলাম- কানাইঘাট, সিলেট

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধুমাত্র সিয়াম অবস্থায় স্বেচ্ছায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে কাযা এবং কাফফারা দিতে হবে। এছাড়া অন্য কোন কারণে সিয়াম ভঙ্গ হলে শুধু কাযা আদায় করতে হবে, কোন কাফফারা দিতে হবে না। কাফফারা হল একটি কৃতদাস আযাদ করা,

---

[১] *ফাতাওয়া রামাযান ২/৪৮৬, স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড, সৌদী আরব, ফাতাওয়া ৫১৭৬, মুখতাসার আল ফিকহ আল ইসলামী পৃ : ৬৩১*
[২] *সহীহ ইবনু হিব্বান হা : ৩৪৭৬।*
[৩] *আবূ দাউদ হা : ২৩৪৫ সহীহ।*
[৪] *সূরা বাকারা আয়াত : ১৮৭*
[৫] *সহীহ বুখারী হা : ১৯৫৪, সহীহ মুসলিম হা : ১১০০*
[৬] *সহীহ বুখারী হা : ১৯৫৭, সহীহ মুসলিম হা : ১০৯৮*
[৭] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১০৩-১০৬*

সম্ভব না হলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করা। এতে অক্ষম হলে ষাট জন দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানো।[৮]

☞ প্রশ্ন (৬) : অনেক সময় রাতে গোসল ফরয হলে সাহারীর সময় গোসল করতে গেলে সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার শঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় করণীয় কী? অনুগ্রহ করে বিষয়টি দলীলসহ জানাবেন।

-হাফিজুর রহমান, ময়মনসিংহ সদর

উত্তর : রাতের বেলা স্বপ্নদোষ অথবা স্বামী-স্ত্রীর মিলন জণিত কারণে গোসল ফরয হলে সাহারীর সময় অযু করে পরিচ্ছন্ন হয়ে সাহারী খাবে, অতঃপর গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করবে। উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রা) বলেন, কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল করা অবস্থায় ফজর হয়ে যেত, তিনি ঐ অবস্থায় সিয়াম শুরু করতেন অতঃপর গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করতেন।[৯]

☞ প্রশ্ন (৭) : অতি বৃদ্ধ অথবা এমন অসুস্থ যার সুস্থ্যতা আশা করা যায় না এমন ব্যক্তি রামাযান মাসে কী করবে জানাবেন। (রহীম মোল্লা-নবাবগঞ্জ, ঢাকা)

উত্তর : আল-হামদু লিল্লাহ, ইসলাম সহজ, আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করেননি। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণ রামাযান মাসে প্রতিটি সিয়ামের অথবা একজন দরিদ্র মানুষকে খাওয়াবেন। অথবা প্রতি সিয়ামের বিপরীতে একজন দরিদ্র মানুষকে অর্ধ সা (সোয়া কেজি) খাদ্য প্রদান করবেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।[১০]

☞ প্রশ্ন (৮) আমরা জানতে পারি একেক অঞ্চলের মানুষ একেক রাতে কদরের রাত উদযাপন করে থাকে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমরা কখন কদরের রাত উদযাপন, করব দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন।

-কুরবান আলী- খানসামা, দিনাজপুর

উত্তর : সহীহ হাদীসের আলোকে লাইলাতুল কদর সাধারণত রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোকে গণ্য করা হয়ে থাকে। অতএব বিষয়টি নির্ভরশীল রামাযান মাস নির্ধারণের ওপর। আর রামাযান মাস শুরু হয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু কর এবং চাঁদ দেখে সিয়াম শেষ কর।[১১]

সুতরাং আপনি যেখানে রয়েছেন সেখানে চাঁদ দেখে রামাযান মাসের সিয়াম শুরু করবেন আর সে হিসেবে শেষ দশকের বেজোড় রাতে কদরের ইবাদত করবেন। এটাই ইসলামের নির্দেশ এবং আপনার পালনীয় কর্তব্য। কারণ সারা বিশ্বে কখনই একই সাথে কদরের ইবাদত করা সম্ভব হবে না যেহেতু সময়ের ভিন্নতা রয়েছে। আমেরিকায় সাধারণত প্রথমে চাঁদ দেখে। তাদের অনুযায়ী করতে চাইলে তারা যখন রাতের ইবাদাত করবে আমরা তখন দিনের আলোতে থাকব। অতএব সারা বিশ্বে একই সময়ে কদরের ইবাদাত সম্ভব নয়। আল-হামদু লিল্লাহ, ইসলাম সহজ। সুতরাং আমরা চাঁদ দেখে মাস শুরু করব এবং সে হিসেবে শেষ দশকে বেজোড় রাতে কদরের ইবাদত করব। ওয়াল্লাহু তা'আলা আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (৯) : সিয়াম অবস্থায় খাদ্যের স্বাদ যাচাই করলে কি সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

ফেরদাউস- খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা

উত্তর : সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সিয়াম অবস্থায় সিরকা বা অন্য কিছুর স্বাদ যাচাই করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি গলার ভিতরে প্রবেশ না করে।[১২]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: অপ্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ যাচাই করা মাকরূহ, তবে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। অবশ্যই প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ যাচাই করা কুলি করার ন্যায়। অর্থাৎ, কোন সমস্যা নেই। শর্ত হল স্বাদ যাচাই এরপর কুলি করে ফেলতে এবং গলার ভিতরে যেন কিছু প্রবেশ না করে।[১৩]

☞ প্রশ্ন (১০) : সিয়ামের নিয়্যাতের জন্য কি আরবী ভাষায় কোন বাক্য পাঠ করা জরুরি।

-আবুল খায়ের- কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

উত্তর : ইসলামের সকল ইবাদতের জন্য নিয়্যাত করা একটি জরুরি বিষয়। কিন্তু মনে রাখবেন নিয়্যাত কখনও কোন শব্দ বা বাক্য পাঠের মাধ্যমে হয় না। কারণ এ নিয়্যাতের স্থান হল অন্তর, মুখ নয়।

অতএব, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প করার নামই নিয়্যাত। সুতরাং রামাযানের সিয়ামের জন্য প্রতি রাতে ফজরের পূর্বে আন্তরিক ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেই যথেষ্ট, কোন শব্দ বা বাক্য পাঠের প্রয়োজন নেই। বরং বাক্য পাঠের মাধ্যমে নিয়্যাত করা বিদআত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

---

[৮] *সহীহ বুখারী হা : ১৯৩৬, সহীহ মুসলিম হা : ১১১১, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১০৭ পৃ :*
[৯] *সহীহ বুখারী হা: ১৯২৬, সহীহ মুসলিম হা: ১১০৯*
[১০] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৪, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১২৪ পৃ.*
[১১] *সহীহ বুখারী হা : ১৯০০*
[১২] *ইবনু আবি শাইবাহ- ৩/৪৭ পৃ:*
[১৩] *মাজমু ফাতাওয়া- ২৫/২৬৬ পৃ:*